LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭২ বর্ষ ■ ২০শ সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ■ ১৭ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ ■ ১৪ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৩১ হিজরি ■ ৩০ শাহাদত, ১৩৮৯ হি. শা. ■ ৩০ এপ্রিল, ২০১০ ঈসাব্দ

সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা-২০১০

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের শিক্ষা সফর-২০১০

সম্পাদকীয়

দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণের জন্য উত্তম পুরষ্কার রয়েছে

মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, *নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারীগণ এবং যারা আল্লাহকে অতি উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে সম্মানজনক প্রতিদান বর্ধিতাকারে দেয়া হবে। তাদেরকে দেওয়া হবে অতি সম্মানজনক পুরষ্কার।* (সূরা আল হাদীদ, আয়াত-১৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, 'তোমাদের অর্থ-কড়ি বা ধন-সম্পদের কোন প্রয়োজন খোদা তাআলার নেই। কিন্তু তিনি নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন যে, খোদার পথে তোমরা ব্যয় করলে সেটিকে তিনি কর্জে হাসানা অর্থাৎ উত্তম ঋণ গণ্য করে তোমাদেরকে তা ফেরত দিবেন।' খোদার রাস্তায় দান করার এই যে পদ্ধতি এটি বান্দার প্রতি খোদার ভালবাসার বহির্প্রকাশ। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, পরবিমুখ ও স্বনির্ভর। মানুষের ধন-সম্পদ বা টাকা-পয়সার কোন প্রয়োজন খোদা তাআলার তো নেই। তিনি পরীক্ষা করেন, তার বান্দারা তাঁর আদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করছে কি'না। যারা তার আদেশ মেনে খোদা তাআলার রাস্তায় দান করেন তাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হোন। এ জন্যই আল্লাহর রাস্তায় দান করার জন্য পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে উল্লেখ রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) তাঁর এক জুমুআর খুতবায় বলেন-

জাগতিক রাজত্ব পরিচালনার জন্য যে চাঁদা অথবা ট্যাক্স দেয়া হয় সেটা তো শুধু ধন-সম্পদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তা শুধু রাষ্ট্রীয় ভাবে পরিকল্পনা করে দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হয়, সাধারণ ভাবে মানুষের মঙ্গল হয় এমন কাজই তা দ্বারা করা হয়, ধর্মীয় কোন উদ্দেশ্য তাদের থাকেনা, আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের কোন পরিকল্পনাও তাদের থাকে না। অপর দিকে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক জামা'তের প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, মালী কুরবানী কর। আল্লাহ তাআলাকে ঋণ দাও। তা শুধু মালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এখানে অন্য কার্যক্রমও জড়িত রয়েছে, যা একজন মু'মিন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণও হয়। অর্থাৎ খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একজন মু'মিন আল্লাহ তাআলার দরবারে নিজের সম্পদ এবং কর্মসমূহ উপস্থাপন করে। যখন এই সম্পদ এবং কর্মসমূহ বিশুদ্ধচিত্তে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থাপিত হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তা বহুগুণে বাড়িয়ে ফেরত দেন। এটি তাঁর প্রতিশ্রুতি। তাই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খাঁটি অন্তঃকরণে যে ব্যক্তি সম্পদ খরচ করবে, চাঁদা দিবে তার হৃদয়ে কোন ধরনের সংকোচ থাকা উচিত নয়। এ বিশ্বাসের উপর যেন সে প্রতিষ্ঠিত থাকে যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় আমাকে সানন্দে কুরবানী করতে হবে। কারো মনে এই খেয়াল কখনো আসা উচিত নয় যে, আমি এত বেশী পরিমাণ চাঁদা দিয়েছি তাই আমার প্রতি জামা'তের কর্মকর্তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। যে চাঁদা দেয় জামা'তের কর্মকর্তারা তার প্রতি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। চাঁদার রশিদেও 'যাযাকুমূল্লাহ' (আল্লাহ তাআলা আপনাকে প্রতিদান দিন) লেখা থাকে। কিন্তু যারা দেয় তাদের মনে রাখা উচিৎ যে, তারা দয়া করে নাই, খোদা তাআলার সাথে নিজ সম্পদ বাড়ানোর ব্যবসা করেছে, আর এমন ব্যবসা যে তা শুধু সম্পদ বাড়ানোর জন্যই নয় বরং নেকীর তালিকায় তা অন্তর্ভূক্ত হবে এবং মৃত্যুর পরেও তা কাজে আসবে। (জুমুআর খুতবা, ০৮-০১-২০১০)

মহান খোদা তাআলা আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীনের খেদমতে ধন-সম্পদ দান করার মন-মানসিকতা বৃদ্ধি করে দিন, আমীন।

সূচীপত্র

৩০ এপ্রিল ২০১০

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
নবীগণের মোহর হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)	১০
দরূদ শরীফ পড়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা মুহাম্মদ আমীর হোসেন	১২
হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কর্মজীবন ও চিন্তাধারা মাহমুদ আহমদ সুমন	১৫
নবীনদের পাতা	১৮
সংবাদ	২৬
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি	৩৪
এমটিএ, বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৫
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে	৩৬

প্রচ্ছদ: ঐতিহাসিক 'বাশারাত মসজিদ', পেডরোয়াবাদ, স্পেন

কুরআন শরীফ

সূরা হুদ-১১

يَوْمَ يَاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۚ
فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّسَعِيْدٌ

১০৬। যেদিন তা এসে পড়বে তাঁর অনুমতি ছাড়া (সেদিন) কেউই কথা বলতে পারবে না। এরপর তাদের কেউ হবে হতভাগা এবং কেউ হবে ভাগ্যবান।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى
النَّارِ لَهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَّشَهِيْقٌ

১০৭। অতএব যারা হতভাগা সাব্যস্ত হবে তারা থাকবে আগুনে। তারা সেখানে কখনও চিৎকার করবে এবং কখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে[১৩৪৯]।

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا
دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ
اِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۭ اِنَّ
رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ

১০৮। আকাশসমূহ ও পৃথিবী যতদিন স্থায়ী [১৩৫০] থাকবে তারা সেখানে ততদিন অবস্থান করবে। তবে তোমার প্রভু-প্রতিপালক অন্য কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক যা চান তা করেই ছাড়েন।

১৩৪৯। 'যাফীর' অর্থ দীর্ঘশ্বাস, গাধার চিৎকারের প্রারম্ভ এবং 'শাহীক' তার শেষাংশ, ফোঁপানী (লেইন)। আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে ভীতু এবং বোকা পশু গাধার সঙ্গে তুলনা করে এই তাৎপর্য বর্ণীত হয়েছে যে, তারা নিজেদের প্রত্যয় বা দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশের ব্যাপারে সৎ সাহসী নয় এবং তারা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয় না।

১৩৫০। কুরআন মজীদের এই বর্ণনা একটি বাগধারা বিশেষ, যার দ্বারা অতি দীর্ঘ কালকে নির্দেশ করে। কুরআনের শিক্ষানুযায়ী দোযখ বা জাহান্নামের শাস্তি চিরস্থায়ী নয়।

হাদীস শরীফ

কল্যাণের পথ কুরআন

কুরআন

'এবং তিনি তাকে এমন দিক হতে রিয্‌ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকেন। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারিত করে রেখেছেন' (সূরা ত্বলাক ঃ ৪)

হাদীস

"আন আবি হুরায়রাতা ক্বালা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা মাই ইউরিদিল্লাহু বিহী খায়রান ইউসার মিনহু" (বুখারী)

অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ্‌ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন" (বুখারী)।

ব্যাখ্যা

ইসলাম মুক্তির পথের দিশারী। এমন শান্তি ও কল্যাণের পথের সন্ধান দানকারী যা অনন্ত ও চিরস্থায়ী। তবে এ পথ পাওয়া খুবই সহজ, আবার অনেকের জন্য গুণাবলীতে উৎকর্ষ লাভের প্রয়োজন। এ সকল মানবীয় গুণাবলীর মাঝে ধৈর্য হলো গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্‌ বলেন, যে খোদার ওপর ভরসা করে ও ধৈর্যচ্যুত হয় না খোদা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমাদের জানাচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌ যখন কাউকে পুরস্কৃত করতে চান তখন তিনি পরীক্ষা নেন যে, তাঁর বান্দা এ পরীক্ষায় কী করে। তাই আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) বলছেন, বিপদ আসলে তোমরা ধৈর্যচ্যুত না হয়ে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করো। এ বিপদ তোমাদের কল্যাণ দান করার জন্য আসে। আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, তাদের জীবনে কত না কঠোর পরীক্ষা এসেছে। কিন্তু তারা এ সকল বিপদকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ মনে করে হাসি মুখে বরণ করে নিয়েছেন। পরিণামে তারা খোদা তাআলার অনন্ত আশিসের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।

আমাদের জীবনেও আমাদেরকে অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের উচিত, খোদার ওপর ভরসা করে আমরা যেন এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, তবেই আমাদের সফলতা। আল্লাহ্‌ করুন আমরা শুধু তাঁকে উপাস্য জেনে তার ওপর ভরসা করি ও তাঁর আশিসের ভিখারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্‌ আহমদ

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হযরত রাসূল করীম (সা.) ছিলেন অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী মহান রাসূল। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছিলেন এক অতি উত্তম চারিত্রিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, পরিষ্কার অন্তর ছিল তাঁর। তিনি খোদার রাস্তায় প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি দুনিয়ার ভয় ও আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি খোদার ওপরে পুর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি খোদা তাআলার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি এ কথার কোন পরওয়া করতেন না যে, তৌহিদের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য কি কি বিপদ তার মাথায় পড়তে পারে এবং মুশরেকরা কি কি দু:খ-কষ্টে তাকে ফেলতে পারে। বরং সমস্ত দু:খ-দুর্দশা, বৈরিতা, বিরোধিতা এবং আপদ-বিপদ মাথা পেতে নিয়ে তিনি আপন প্রভুর হুকুম পালন করে গেছেন এবং প্রচার কার্যের ও উপদেশ দানের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় শর্তাদি পূরণ করেছেন। তিনি ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারীদেরকে কোন গুরুত্বই দেন নি। আমরা সত্য সত্যই বলছি যে, সমস্ত নবীদের মধ্যে (আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত) এমন আর কেউই ছিল না, যিনি সমস্ত বিপদাবলীর সময়ে খোদার প্রতি এতো বেশী নির্ভরশীল থেকে খোলাখুলিভাবে শিরক এবং সৃষ্টি-পূজার বা সর্বেশ্বরবাদিতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং সকল শত্রুদের সর্বপ্রকারের শত্রুতার মোকাবেলায় এতো বেশী অটল, অধ্যবসায়ী ও ধৈর্যশীল ছিলেন।' (বারাহীনে আহমদীয়া, পৃ: ১১১)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মক্কী জীবনে তের বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়কালের মধ্যে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে সকল দু:খ-দুর্দশা ও নির্যাতন-নিপীড়ন পোহাতে হয়েছিল তার কল্পনাও আমরা করতে পারি না। সে সব কথা ভাবতে গেলে প্রাণ কেঁপে ওঠে। এথেকেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উন্নত সহিষ্ণুতা, হৃদয়ের উদারতা, আত্ম-প্রত্যয় ও অধ্যবসায় এবং অটল অবিচলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কত বিশাল পর্বত প্রমাণ পুরুষ ছিলেন তিনি। বিপদাবলীর পাহাড় তাঁর ওপরে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁকে এতটুকুও হেলাতে পারেনি। আপন দায়িত্ব পালনে তিনি এক মুহূর্তের জন্যেও পিছপা হননি, কিংবা চিন্তিত হয়ে পরেননি। কোন বিপদ, কোন দু:খ-বেদনাই তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে সামান্যতমও টলাতে পারেননি। অনেক লোক ভ্রান্ত উপলব্ধির দরুন বলে থাকে যে, তিনি (সা.) তো ছিলেন খোদা তাআলার প্রিয় বন্ধু, পছন্দকৃত, মনোনীত। তবু, তাঁর ওপরে এতো দু:খ-কষ্ট, এতো বিপদ-আপদ এসেছিল কেন? আমি বলি কী যে, পানির জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত জমিন খনন করা না হয়, তার কলিজা অর্থাৎ অন্তরের স্তর ভেদ করা না হয়, ততক্ষণ তো পানি পাওয়া যায় না। মৃত্তিকা-গর্ভে গর্ত গভীর থেকে গভীরতর করতে থাকলে এক না এক সময় সেই সুপেয় পানি পাওয়া যায় যা জীবনপ্রদায়ী শক্তি বিশেষ। একইভাবে, খোদা তাআলার রাস্তায় সেই লজ্জত বা তৃপ্তি বা আনন্দ লাভ করা যায় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বিপদ-আপদ ও দু:খ-বেদনায় স্থৈর্য ও অবিচলতা প্রদর্শন করা হয়। যাদের এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়নি, তারা কী করে বুঝবে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ওপরে যখন কোন দু:খ-বেদনা, কোন তকলিফ পতিত হতো, তখন তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে স্ফুরিত হতো এক পরম তৃপ্তি ও পরমানন্দের প্রস্রবন। খোদা তাআলার প্রতি তাঁর নির্ভরশীলতা তখন আরও বৃদ্ধি পেতো, ভালবাসা বৃদ্ধি পেতো, বৃদ্ধি পেতো খোদার সাহায্যের প্রতি তাঁর ঈমান। (মালফুযাত, খন্ড ২, পৃ: ৩০৭)

জুমুআর খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ * الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ * صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ آمين

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত ০২/০৪/২০১০ইং তারিখের জুমুআর খুতবা

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আজ এ খুতবার মাধ্যমে জামা'তে আহমদীয়া স্পেনের জলসা সালানা শুরু হচ্ছে। পৃথিবীর যে সব দেশে জামা'তে আহমদীয়া দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে সব দেশে এ জলসা সালানা আজ অভাবনীয় মর্যাদার কারণ হয়েছে। বিভিন্ন দেশের জামাতসমূহ খুব আগ্রহের সাথে এটি উদ্‌যাপনের জন্য প্রস্তুতি নেয় এবং ব্যবস্থা করে। এর ব্যবস্থা কেন করা হয়? এটা কি এ জন্য যে, পার্থিব মেলার মত প্রতি বছর মানুষ একত্রিত হয়ে তাদের পছন্দের জিনিস পায়, নিঃসন্দেহে না। কেননা এ সব জলসা প্রায় ১২০ বছর পূর্বে থেকে ধারাবাহিক ভাবে আয়োজিত হয়ে অধিকাংশ আহমদীদের কাছে এটা সুস্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দুই দিন বা তিন দিনের জন্য আমাদের একত্রিত হওয়া যুগ ঈমামের এই আকাঙ্খার সম্মানে যে, আমার মান্যকারীরা যেন এ দিনগুলোতে একটি স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা শুনে; কেবলই কথা শুনে না বরং তাদের জীবনের অংশ বানায়; নিজেদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে যা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করে।

তাই আহমদীরা তাদের পার্থিব কাজকর্মের ক্ষতি সাধন করেও এতে শামিল হওয়ার জন্য চেষ্টা করে। তাদের সামনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এ বাণীও থাকে যে, এ জলসাকে সাধারণ কোন পার্থিব মেলার সাথে তুলনা করো না। এটা সেই বিষয় যার ভিত্তি পরিপূর্ণ ঐশী সমর্থন ও ইসলামের প্রসারতার উপর স্থাপিত। অর্থাৎ এ জলসা কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মানসিক অবস্থার জন্য নয়, তাঁর এই ব্যাকুলতার জন্য নয় যে, মানুষ যেন এক স্থানে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা শুনে। এ জলসা কেবল এজন্যই উদ্‌যাপন করা হয় না যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর হৃদয়ে এ ব্যাকুলতা যে, হায়! মানুষ যদি তার সৃষ্টিকর্তাকে চিনতো এবং আল্লাহ্ তাআলার কৃপাকে আকৃষ্ট করত; বরং বলেছেন, এর ভিত্তি পরিপূর্ণ ঐশী সমর্থনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ ভাবে তো নবীর সব কথাই আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন নিয়েই হয়ে থাকে এবং এর ওপর আমল করা মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যপ্রাপ্ত অর্জনকারী বানায়; একজন মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার কৃপাকে একত্রিত করে সেই সবের সংরক্ষণকারী বানায়। কিন্তু যে বিষয়টির জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ ভাবে আদেশ করা হয় তার ওপর আমল করা এবং এর জন্য প্রচেষ্টা করা সাধারণ বিষয়ের চাইতে অনেক বেশি আল্লাহ্ তাআলার আশিস, দয়া ও পুরস্কার আকৃষ্ট করে এর সঞ্চয়কারী বানিয়ে দেয়।

আল্লাহ্ তাআলার সমর্থন সাথী হলে সাধারণ প্রচেষ্টাও কয়েক শত গুণ পুরস্কারের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়। বরং সীমাহীন পুরস্কারের ওয়ারিশ বানিয়ে দেয়। আল্লাহ্ তাআলার এ সমর্থন ব্যক্তির সাথেও থাকে এবং জামা'তী ক্ষেত্রে জামা'তের সাথেও থাকে। কাজেই, আমাদের মধ্য থেকে তারা কতইনা সৌভাগ্যবান যারা নিষ্ঠার সাথে যুগ ঈমামের ডাকে সাড়া দিয়ে এ জলসায় কেবল এজন্য অংশ নিয়েছে, যেন তারা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে এবং ইসলামের বিজয়ের জন্য সেই নিয়তির অংশ হয়ে যায়, যার পূর্ণ হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর জামা'তের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন।

এ দিনগুলোতে বিভিন্ন বক্তৃতার আঙ্গিকে এই আধ্যাত্মিক পরিবেশ ও আধ্যাত্মিক খাবার পরিবেশন করা হবে। যেগুলো আসলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বাণীর ওপর ভিত্তি করেই তৈরী। যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ সমর্থন পূর্ণ। এগুলো থেকে পুরোপুরি উপকৃত হয়ে আপনাদের পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনকে সুন্দর ও সুসজ্জিত করুন। আল্লাহ্ তাআলা এমন করুন, এটাই যেন জলসায়

অংশগ্রহণকারী প্রতিটি সদস্যের মূল উদ্দেশ্য হয়। কেননা এটাই সেই মূল উদ্দেশ্য যা দৃষ্টিপটে রেখে জলসায় অংশগ্রহণ করা কল্যানপ্রদ। নচেৎ আপনাদের এখানে আসা, বক্তৃতা শোনা এবং সাময়িক উদ্দাম প্রকাশ করে শ্লোগান ধরা নিরর্থক।

অতএব সর্বদা আপনারা আপনাদের নিজেদের বিচার বিশ্লেষন করতে থাকুন, ইস্তেগফার করতে থাকুন, দরূদ পড়তে থাকুন; যাতে আপনারা নিজেদের মাঝে বিপ্লব সৃষ্টি করে ইসলামের শিক্ষার প্রচার, প্রসার ও বিজয়ী করার ক্ষেত্রে অংশীদার হয়ে আল্লাহ্ তাআলার কৃপা ও আশিসকে আকৃষ্টকারী হতে পারেন। নতুবা যেভাবে আমি বলেছি, অনেকেই এমন রয়েছে যারা পার্থিব কাজের ক্ষতি স্বীকার করে এসে থাকে, তাদের কী লাভ? ক্ষতিও হল আবার ধর্মও পেল না। কাজেই এ দিনগুলোতে আপনাদের সময়ের সঠিক ব্যবহার করুন। যে উদ্দেশ্যের জন্য এসেছেন সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। জলসার কল্যানরাজি হতে লাভবান হওয়ার সাধ্যমত চেষ্টা করুন। জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলা যদি এ বিষয়টি অনুধাবন করে তবে কেবল আপনারাই লাভবান হবেন না বরং নেক প্রকৃতির মানুষ আস্তে আস্তে তার পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের স্থায়িত্বের জন্য ইসলামের কোলে আশ্রয় নিতে শুরু করবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে যে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কথা তা কোন তরবারি বা রাজনৈতিক কারসাজির মাধ্যমে আসবে না বরং নিজের মাঝে এ ধরনের পবিত্র পরিবর্তন সাধন ও দোয়ার মাধ্যমে আসবে। এটাই সেই বিপ্লব যা প্রকৃত বিপ্লব; এটাই সেই বিপ্লব যা এমন কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হবে না যে, এ দেশ থেকে কিভাবে এবং কখন ইসলামকে দূর করা যাবে। বরং চেষ্টা করা হবে, ইসলামী শিক্ষাকে কিভাবে আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করবো এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনকে সুসজ্জিত করবো। অতএব, এখন আপনারা যারা এখানে আছেন, যাদের সংখ্যা কয়েক শত মাত্র এবং অধিকাংশই পাকিস্তানী আহমদী; আপনারা সর্বদা এ কথাটি মনে রাখবেন, আপনাদের ওপর অনেক বড় একটি দায়িত্বভার ন্যস্ত হয়েছে।

কেননা বর্তমান যুগে প্রতিটি আহমদীর নমুনাই আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের উন্নতির গতি নির্ধারণ করবে। যে গতিতে আমরা আমাদের আমলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবো এবং দোয়া করবো ঠিক সেই গতিতেই আমরা আহমদীয়াতে উন্নতি দেখতে পাব। ইনশা আল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আমাদের জন্য এ দেশে আসার পথ খুলে দিয়েছেন। কোথায় সেই যুগ-যখন এক ব্যক্তি যুগ খলীফার ডাকে সাড়া দিয়ে পুরোপুরি বিরূপ পরিবেশে তবলীগ করা তো দূরের কথা ইসলামের নামও গোপনে নেয়া হতো এবং জামা'তের পক্ষ থেকেও সেই আহমদী সৈনিক কোন আর্থিক সহায়তা পায়নি। আতর বিক্রি করে করে নিজের সংসারও চালিয়েছেন, মিশন হউজের খরচও বহন করেছেন এবং ব্যবস্থাপনাও পরিচালিত করেছেন। তার মাঝে ছিল এক ধরনের জোশ ও আবেগ, যার মাধ্যমে আমাদের প্রথম মুবাল্লেগ মুকাররম করম ইলাহী শাহ্ জাফর কাজ করতেন। প্রতিটি কাজের জন্য সময় নির্ধারন করা আছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলার নিয়তি অনুযায়ী সেই যুগ এসেছে যখন বিধি-নিষেধের সেই সংকীর্ণ যুগের অবসান ঘটেছে। এখানে এসে জামা'তের সদস্যদের বসতি গড়ার সুযোগ হয়েছে এবং মুবাল্লেগদের আসার পদ্ধতিও সহজ হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা জামা'তকে একটি সুন্দর মসজিদ বানানোরও তৌফিক দান করেছেন। এখানে আগমনকারীরা যদি নিজেদের বিচার বিশ্লেষন করেন তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দিবে যে, ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় আর্থিক ভাবে কম উন্নত হওয়ার পরও স্পেনে এসে বসতি স্থাপনকারীদের অধিকাংশের আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে। পাকিস্তানের তুলনায় এখানে মানসিক প্রশান্তিও রয়েছে। ইউরোপিয় দেশগুলো যে সব চারিত্রিক কদাচারে নিপতিত, আমি সেদিক থেকে কথা বলছি না। কেননা কোন কোন পিতামাতার তো তাদের সন্তানদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি ঘটার চিন্তা রয়েছে। আমি এখানে ধর্মীয় স্বাধীনতার দিক থেকে মানসিক প্রশান্তির কথা বলছি। যদিও এখন ইউরোপের কোন কোন দেশ এ দিকে মনোযোগী হচ্ছে। অধিকাংশ দেশে তো এখনও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিন্তু এটি শুরু হয়ে গেছে, কোথাও মিনারের উপর বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে, কোথাও পর্দা করার ওপর বিধি নিষেধ আরোপের মাধ্যমে। কিন্তু যাহোক, এখনো সাধারন ভাবে স্বাধীনতা রয়েছে। কোন দেশ এ কথা বলে তরবারি উঁচিয়ে রাখেনি যে, যদি তুমি আযান দাও তবে জেলে ভরা হবে অথবা কালেমা পড়ে তৌহিদের ঘোষনা দিলে কারাগারে প্রেরণ করা হবে। কাজেই এই স্বাধীনতা ও প্রশান্তি এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে দ্রুততার সাথে আল্লাহ্ তাআলার আশিসকে বেশি বেশি আকৃষ্ট করুন।

এই জাগতিক উন্নতিসমূহ ধর্মকে যেন ভুলিয়ে না দেয়। ধর্ম থেকে দূরে যেন সরিয়ে না দেয়। এটা মনে করো না আমাদের কোন গুণ ও যোগ্যতার কারণে আমরা আল্লাহ তাআলার ফযল পাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মূলত বলেছেন, যাদেরকে জগৎবাসী দুঃখ-কষ্ট দেয় তাদের মধ্যে অধিকাংশ গরীব আর

কম সুযোগ-সুবিধাভোগী লোক। তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই নিজের পক্ষ থেকে সাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন। সুতরাং সর্বদা হৃদয়ে এ খেয়াল রাখা আবশ্যক যে, খোদা আমাদেরকে যেভাবে আশিস মন্ডিত করার শক্তি রাখেন, সেভাবে তিনি আমাদের এমন কোন কর্ম যা তাঁর পছন্দ নয় এটার জন্য আমাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হতে পারেন। আর খোদা তাআলার অপছন্দ এমন জিনিস যেটার মোকাবেলা কোন মানুষ করতে পারে না।

সুতরাং সর্বদা আমাদের হিসাব নেয়া উচিত- এ জাগতিক সাচ্ছন্দ্য, সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ আমাদেরকে ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার কারণ তো হচ্ছে না? যদি হয় তাহলে এটা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়। অনেক ভয়ের বিষয়। সুতরাং জাগতিক দিক থেকে উন্নতির দিকে চালিত প্রত্যেক পদক্ষেপ আমাদেরকে ধর্মের উন্নতির দিকে চালনাকারী হওয়া আবশ্যক। যখন এটা চিন্তা হবে, আর এটা অনুসারে আমাদের কর্ম হবে, তখন আমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ আমাদের অভ্যন্তরে এক বিপ্লব সৃষ্টি করবে। আমাদের চারপাশে এক বিপ্লব সৃষ্টির মাধ্যম হবে। ঐ বিপ্লব সৃষ্টি করবে যেটা গত প্রায় আটশ' বছর থেকে দেখার জন্য এ দেশে আমরা অপেক্ষমান আছি। গত খুতবায় আমি এক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে মহানবী (সা.) এর এক দুশ্চিন্তার বিষয়ে বলেছি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য এটা চিন্তা করি না, তোমাদের গরীব ও অসহায় অবস্থা কিভাবে দূর হবে? আমার এটা চিন্তা নয়, – আমার উম্মতের সাচ্ছন্দ্য লাভ হবে কি না? বরং এ জিনিস তো তোমরা এক সময় পাবে। কিন্তু জাগতিক সম্পদ লাভের কারণে আমার যে ভয় হয় তা হলো- তোমরা এ সম্পদে ডুবে, এ সাচ্ছন্দ্যে ডুবে, দুনিয়ার ভোগবিলাসে ডুবে অন্যান্য জাতির মত ধ্বংস হয়ে না যাও?

এখন দেখুন– অনেক আরব দেশকে তেলের সম্পদ ধর্ম থেকে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। তারা ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করে কিন্তু কর্মের দিক থেকে অনেক দূরে। কিন্তু তাদের ইসলাম থেকে দূরে থাকার প্রভাব ঐ লোকদের উপর পরে যারা মনে করে আমরা আসল ইসলাম আরব থেকে শিখবো। বিশেষ করে সৌদি আরবের লোকদের নিকট থেকে শিখবো। এটাই আসল ইসলাম।

নাইজেরিয়ার এক মুসলমান হজ্ব করে এসেছে। কিন্তু এরপরও মদ পান ত্যাগ করছে না। এক আহমদী তাকে বললো- এখনতো খোদাকে ভয় কর, এখন তুমি হাজী হয়ে গেছ, এখন তুমি মদ পান করা ছেড়ে দাও। উত্তরে সে বলে, তুমি কোন ইসলাম আমাকে শিখাচ্ছো? আমি তো সৌদি আরবে এ মদ দেখেছি। মুসলমানদেরকে পান করতে দেখেছি। বরং মক্কার মধ্যেও আমি অনেক আরব মুসলমানকে মদ পান করতে দেখেছি।

সুতরাং মহানবী (সা.) এই চিন্তার, যেটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী ছিল- এটা এরই সত্যায়ন। সম্পদ লাভের কারণে পিছে আমার উম্মত যেন ধ্বংস না হয়ে যায়!

এই মদকে সব পাপের জননী বলা হয়। মহানবী (সা) যখন এটাকে আল্লাহর নির্দেশে নিষেধ করেন তখন এটা মদিনার অলিগলিতে পানির মত বইতে থাকে। সাহাবাগণ নিজেদের সমস্ত মদের পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। কোন চিন্তা-ভাবনা করেননি। এক মুহূর্তের মাঝে এটা করেন। কিন্তু আজ এক আফ্রিকান নিজের গুনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য হজ্বে যাচ্ছে আর গুনাহ করার অনুমতি পত্র নিয়ে ফিরে আসছে। এর চেয়ে বড় ধ্বংস আর কি হতে পারে! সম্পদের কারণে মুসলমানরা যে মন্দে লিপ্ত এটা তাদেরকে অত্যন্ত ঘৃণ্য অবস্থায় নিপতিত করেছে। আল্লাহ তাআলা যে জিনিসকে *ইসমুন কবির* বলেছেন অর্থাৎ এমন বড় গুনাহ- যেটা বারবার গুনাহতে নিপতিত করে। আর নেকি করতে বাধা দেয়। জুয়াকে আল্লাহ তাআলা মদের সাথে বর্ণনা করে *ইসমুন কবির* বলেছেন। এই মন্দ মুসলমানাদের ধ্বংসের কারণ হবে। কেননা এটা ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। খোদা তাআলা থেকে, ধর্ম থেকে দূরে নিয়ে যায়। আর যখন কেউ খোদা তাআলা থেকে দূরে সরে যায়– তখন নিজের উপর ধ্বংসকে ডেকে নিয়ে আসে। সুতরাং ঐ দেশসমূহ যাতে মদ পানির মত পান করা হয় অথবা প্রত্যেক দোকানে, প্রত্যেক রেষ্টুরেন্টে, প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে মদ পাওয়া যায় আর জুয়ার মেশিন লাগানো আছে, আর এগুলোকে উন্নতির মাধ্যম মনে করা হয়। আহমদীদেরকে সেখানে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চলা আবশ্যক। আর শুধু নিজেকে এ মন্দ থেকে বাঁচানোই নয় বরং নিজের বংশধরকেও, নিজের সন্তানকেও বিশেষভাবে যারা যুবক বা যুবক হচ্ছে তাদেরকে বিশেষভাবে হেফাযত করা উচিত। এ জিনিসের মন্দ প্রভাব তাদের নিকট স্পষ্ট করা উচিত। জুয়ার অভ্যাস খেলার ছলে হয়ে যায়। আর এটা এমন এক নেশা যেটাতে মানুষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমন এক-দুই আহমদীও আছে। আর গয়ের আহমদীদের মাঝে তো অনেক লোক রয়েছে। যারা এ মন্দের মাঝে এমনভাবে ডুবে রয়েছে যে, এটাকে মন্দই মনে করে না। আর ইউরোপের পরিবেশে থেকে তারা নিজেদের ঘরে মদের জন্য পৃথক আলমারী বানিয়েছে। এগুলোতে বিভিন্ন ধরণের মদ সাজিয়ে রাখে।

মহানবী (সা.) এমন সব লোকের জন্য লানত (অভিসম্পাত) বর্ষন করেছেন। যারা মদ বানায়, মদ রাখে, মদ পান করায়, ব্যবসা করে। এগুলো ভয়ের বিষয়। যখন আমি আহমদীদের বলি, তোমাদের এমন জায়গায় চাকুরী বা কাজ করা উচিত নয় যেখানে মদ পান

করাতে হয়, এটা এজন্যই এ জিনিস মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। আমাদের এটা দেখা উচিত নয়, অমুসলিমদের ব্যবসা বা রেষ্টুরেন্ট এ জন্য চলছে– তরা সেখানে মদ রেখেছে। অথবা কোন কোন মুসলমান যাদের এটার পরোয়া নেই তাদের রেষ্টুরেন্টেও এটা চলছে– সম্পদ বাড়ছে এটা দেখা উচিত নয়। এমন সম্পদ যেটা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় সেটা অর্জন থেকে বিরত থাকা উচিত। আমাদের হালাল ও পবিত্র এমন রিযিক আবশ্যক– যেটা খোদা তাআলার সান্নিধ্য দান করে। এই লোকদের তো ধর্মের চোখ অন্ধ। আর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী– তারা জাগতিক ভোগ বিলাসে মত্ত। কিন্তু প্রকৃত মুসলমান তো সর্বদা ধর্মকে জগতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর এটাই হওয়া আবশ্যক। ইসলাম ছাড়া প্রত্যেক ধর্মই আধ্যাত্মিকভাবে মৃত। তারা যদি এমন কাজ করে- তাহলে এটা তাদের বর্তমান শিক্ষা অনুযায়ী কোন মন্দ নয়। আর যদি মন্দও হয় তাহলে তাদের এ বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই– পরিণাম কি হবে? যদি নিজের কর্ম পরিত্রাণের কারণ না হয়– তাহলে পাপ ও পুণ্যের মানদন্ডও পরিবর্তন হয়ে যায়। আজ ইসলামই রয়েছে যা জীবিত খোদার প্রমাণ উপস্থাপন করে। ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত চিরস্থায়ী মুক্তির রাস্তা দেখায়। ইসলামেরই খোদা রয়েছেন যিনি ধর্মের শোচনীয় অবস্থার সময় তার ধর্মকে পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য একজনকে পাঠানোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, সান্তনা দিয়েছেন, আশ্বস্ত করেছেন। আর পাঠাচ্ছেনও। আজ ইসলামের খোদাই মসীহে মাওউদ ও মাহদীয়ে মাওউদকে, সুরাইয়্যা থেকে ঈমানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেছেন।

আজ ইসলামের খোদা-ই, যিনি হযরত মসীহে মাওউদ (আ.)-এর পরে তাঁর খিলাফতের ব্যবস্থাপনা চালু করেছেন। এটা একটা চিরস্থায়ী ব্যবস্থাপনা যা মুমিনদের জামা'তের স্থায়িত্বের জন্য জারি করেছেন যাতে এর মাধ্যমে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি গোচরে আসে, যাতে সর্বদা দ্বীনকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেওয়ার পথ-নির্দেশনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। সুতরাং মুসলমানদের ধর্ম জীবন্ত ধর্ম, এমন ধর্ম যা চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আর আল্লাহ্ তাআলা এর সুরক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দান করেছেন। এটা সেই জীবন্ত ধর্ম, যার বিজয়ী হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং কোন মুসলমান যদি তার দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, সে তার দুনিয়া ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করে ফেলে।

আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলাম উন্নতি করবেই ইনশাআল্লাহ। কোন শক্তিই এটিকে প্রতিহত করতে পারবে না। সুতরাং আমরা যারা নিজেদের আহমদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকি, নিজেদের মহানবী (সা.)এর প্রকৃত প্রেমিক ও যুগ ইমামের সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে সে অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করার সংকল্প করেছি বলে দাবী করে থাকি, তাদের লক্ষ্য দুনিয়া নয়, বরং দ্বীন হওয়া প্রয়োজন, নতুবা মৌখিক বয়আত করে কোন লাভ হবে না।

আর যেভাবে আমি বলে এসেছি, এ দ্বীন অবশ্যই উন্নতি করবে। আহমদীয়াত ইনশাআল্লাহ তাআলা বিজয়ের দিন দেখবে। ইসলাম জীবন্ত ধর্ম, এটাতো কখনো মরতে পারে না। কিন্তু মহানবী (সা.) যেরূপ বলেছেন যে, এই দ্বীনের শিক্ষা যে ভুলে যাবে, সে বিনাশ হবে। সে তার ধ্বংশের দিকে অগ্রসর হবে। মহানবী (সা.) একথা বলেননি যে আমি ইসলাম নিয়ে চিন্তিত। বরং শেষ যুগ সম্বন্ধে তার এ ভয় ছিল যে তোমাদের মন্দ কর্মের দরুন দুনিয়া থেকে ধ্বংশ না হয়ে যাও। এ ব্যাপারে ঐশী প্রতিশ্রুতি ছিল, আর এ সম্বন্ধে মহানবী (সা.) এর পূর্ণ বিশ্বাসও ছিল যে যতই বিপদ ও দুঃখ কষ্ট আসুক, পরিশেষে ইসলামই বিজয়ী হবে। মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে, উম্মতের প্রত্যেক ব্যাক্তিকে সতর্ক করেছেন যে তোমরা কখনো ভোগ বিলাস ও আরাম আয়েশে গা ভাসিয়ে দিও না, ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখে দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংশ ডেকে এনো না। মহানবী (সা.) এর সাহাবাগণতো (রা.) সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দ্বীনকে প্রাধান্য দিতেন। দুনিয়া অর্জন সত্ত্বেও দ্বীনকে সর্বদা অগ্রগন্য রাখতেন। নিজেদের অগনিত সম্পদ ধর্মের পথে ব্যয় করতেন। তারা চূড়ান্ত দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্রের সময়ও অতিক্রম করেছেন। আবার এমন প্রাচুর্যও দেখেছেন যে, যখন তাদের মৃত্যু হত, কোটি কোটি টাকার সম্পদ তারা ছেড়ে যেতেন। তাদের এ সম্পদ বহু লোকের মাঝে বন্টন হত। তারা ইসলামের উন্নতির জন্য নির্দ্বিধায় তাদের ধন সম্পদ ব্যয় করতেন। অনুদারতা ও কৃপনতার মাধ্যমে সম্পদ জমিয়ে রেখে তারা এ বিপুল সম্পদ বানান নি। তারা আল্লাহ তাআলার কৃপা অর্জনকারী ছিলেন, তাদের ব্যবসা বানিজ্যে আল্লাহ বরকত দিয়েছিলেন। তারা বেশী বেশী দ্বীনের হক আদায় করেছেন। সুতরাং তাদের এ দৃষ্টান্ত আমাদের সর্বদা সম্মুখে রাখতে হবে। এ নমুনা প্রদর্শনে আমাদেরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তখনই আমরা আওয়ালীনদের (পূর্ববর্তীদের) সাথে মিলিত হওয়ার পুরস্কার অর্জনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে পারব। তখনই আমরা খোদা তাআলার অনুগ্রহ আকর্ষন করতে পারব।

স্পেনে বসবাসকারী আহমদীগণ স্মরণ রাখুন, আপনারা সেই দেশে বসবাসকারী, যেখানে এক সময় মুসলমানদের রাজত্ব ছিল আর মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাও ছিল। আর যেখানে আজও শত শত বছর পার হওয়ার পরও বিশাল বিশাল স্থাপনা, অট্টালিকা ও মসজিদ সমূহে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লেখা খচিত দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এটাই সেই রাষ্ট্র যেখানে মুসলমানদের

দুনিয়ামুখী হওয়ার, দ্বীন এর শিক্ষা ভূলে যাওয়ার এবং এথেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্তমূলক কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এক সময় ছিল যখন খৃষ্টান বাদশা এবং শাহ্‌জাদাগণ নিজেদের রাজত্ব টিকিয়ে রাখতে মুসলমানদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিলেন। খৃষ্টান ঐতিহাসিকগণও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, অন্তরে মুসলমানদের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজ মান সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক মুসলমান বাদশাহদের দরবারে উপস্থিত হতেন। পার্থিব দিক থেকেও মুসলমান বাদশাহদের শৌর্য্য-বীর্য, প্রভাব প্রতিপত্তি ও শান শওকত দেখে খৃষ্টান বাদশাহ্ ও শাহজাদাগণও প্রভাবিত না হয়ে পারতেন না। কিন্তু যখন পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ায় মুসলমানদের এ অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং ধন দৌলত, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্জন এবং খেল-তামাশাই যখন মুসলমানদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে গেল, তখন এসব কিছু পাল্টে গেল আর মুসলমান বাদশাহ্‌গণ খৃষ্টান বাদশাহদের আশ্রয় প্রার্থী হতে লাগল। অতঃপর পৃথিবীবাসী ইউরোপের এ মুসলিম দেশ থেকে মুসলমানদের বিলুপ্তি ও তাদের লাঞ্ছনা ও পরাজয় বরনের দৃশ্য দেখেছে।

কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে পরিশেষে ইসলাম বিজয়ী হবে। আর এ প্রতিশ্রুতি পূরনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আবির্ভূত করেছেন। আর একাজের দায়িত্বই আজ হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের উপরে অর্পিত। এটি ধর্ম সঞ্জীবনের কাজ, যেটি আমাদেরও চির জীবন দান করবে। আমরা যদি পার্থিব ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে যাই, আর এ দেশে এসে আমাদের সব কাজ যদি দুনিয়া অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়, তবে এটাও সেই বয়আতের অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল হবে যে অঙ্গীকার আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছিলাম। সর্বদা এটা স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যে অঙ্গীকার করেছি, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জিজ্ঞাসা করবেন। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং এ সম্বন্ধে বলেছেন, "*আউফু বিল আহদে ইন্নাল আহদা কানা মাসউলা*" অর্থাৎ নিজ অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় সকল অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাআলার রহমত অনেক বিস্তৃত। আর তদনুযায়ী তিনি যার সাথে ইচ্ছা রহমতের আচরন করে থাকেন। কিন্তু সর্বদা একথা স্মরণ রাখতে হবে, খোদা তাআলাকে কখনো ধোকা দেয়া সম্ভব নয়। তিনি চাইলে প্রতিটি অঙ্গীকার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন যে, কেন এটি পূরন করা হয়নি? সুতরাং আমরা যদি আমাদের হিসাব নেই, তবে আমাদের ভীত হতে হয় যে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে যে বয়আতের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি, তা-কি আমরা পূর্ণ করছি? যদি বয়আতের শর্তগুলো দেখেন তার সারাংশ এটাই যে আল্লাহ্ তাআলার সকল হক আদায় করতে হবে, আর তার বান্দার হকও আদায় করতে হবে। সর্বদাই এ বিষয়টি আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন। এভাবেই মহানবী (সা.) -এর প্রতি সর্বদা দরুদ প্রেরন করতে হবে আর তার সত্যিকার প্রেমিক এর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শনে মনযোগী হতে হবে। আর দুনিয়ার উপর দ্বীনকে সর্বদা প্রাধান্য দিতে হবে। সুতরাং বয়আতের এ অঙ্গীকারকে যার দশটি শর্ত রয়েছে, প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা সম্মুখে রাখতে হবে। তখনই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন সঞ্জীবন করতে পারব। আর তখনই আমরা ধর্ম সঞ্জীবনের কাজে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাহায্যকারী হতে পারব। কখনো কখনো মানুষ জাগতিক কাজে মগ্ন হয়ে, নিজ প্রয়োজন ও চাহিদা পূরনে ব্যস্ত হয়ে ধর্মীয় কাজে সেভাবে মনোযোগ দিতে পারেনা যেভাবে মনযোগী হওয়া প্রয়োজন। এটা মানব স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত। এজন্য এ অঙ্গীকার সর্বদা স্মরণ করা প্রয়োজন।

স্পেনের আহমদীদেরতো যেমন আমি উল্লেখ করে এসেছি,পদে পদে এসব নিদর্শন চোখে পরে যা তাদের বিগত যুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে আর নিজেদের হিসাব নেয়ার বিষয়ে মনোযোগী করে। প্রত্যেক বড় বড় সড়কের নাম, শহরের নাম এবং প্রত্যেক শহর এদিকে ইঙ্গিত করে যে এ স্থান গুলোও এক সময় ইসলামী শান শওকতের সাক্ষ্য দিত। কিন্তু তাদের সম্পদের লোভ, পারস্পরিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের নেশা, প্রতারণা, খেল-তামাশা ও ভোগ বিলাসে মত্ত হওয়ার কারনে তাদের ধ্বংশ হতে হয়, তারা পূর্ব যুগের কাহিনীতে পরিণত হয়, আর এক মুসলিম দেশ মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়ে যায়। এই হারানো সম্মান ও মর্যাদা আজ আহমদীদের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার হবে ইনশাআল্লাহ। এজন্য আপনাদের মহানবী (সা.)এর সত্যিকার দাসে পরিনত হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী শিক্ষার বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা প্রয়োজন, যা ভালবাসা, স্নেহ মমতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছাড়া আর কিছুই নয়। যা *হুকুকুল্লাহ্* ও *হুকুকুল* ইবাদ আদায় করা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এ অবস্থা তখনই অর্জিত হতে পারে যখন নিজের জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন। প্রত্যেক আহমদী নারী পুরুষ,আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাদের জন্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে। যাকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে এভাবে বর্ননা করেছেন, "*ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লে ইয়াবুদুন*" অর্থাৎ আমি জিন্ন ও মানুষকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ কর্তৃক অনূদিত)

নবীগণের মোহর

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অনুপম চরিত্র

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

(তৃতীয় কিস্তি)

অধ্যায়-৪

ন্যায় বিচার সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর দর্শন

মহানবী (সা.) ছিলেন একজন অবিমিশ্র ন্যায় বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ। যাহোক, তাঁর (সা.) ন্যায়বিচার ছিল পূর্ণ দয়ার সাথে ভারসাম্যপূর্ণ চেতনার পরিপূরক। বদরের যুদ্ধে তাঁর (সা.) অন্যতম চাচা আব্বাস মূর্তিপূজকদের পক্ষে যুদ্ধ করার সময় মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। অন্যান্য কয়েদীদের মত তাকেও একটি খুঁটির সাথে হাত-পা বেঁধে রাখা হয়, কিন্তু বাঁধনও ছিল খুবই কষা । মহানবী (সা.), যার ঘর ছিল মসজিদ সংলগ্ন, রাতে তার ফোঁপানি আর কান্না শুনে ঘুমাতে পারছিলেন না। এ খবর মসজিদে উপস্থিত সাহাবাগণের কানে গেলে তারা আব্বাসের বাঁধন কিছুটা হাল্কা করে দিলেন। এর অল্পক্ষণ পরেই যখন কষ্টানুভূতির শব্দ বন্ধ হলো, পবিত্র নবী (সা.) চিন্তিত হলেন এবং কান্না বন্ধ হবার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কেউ তাঁকে (সা.) বললো যে আব্বাসের বন্ধন ঢিলা করে দেয়া হয়েছে। তিনি (সা.) বললেন, 'তোমরা যদি আব্বাসের বন্ধন ঢিলা করে দিয়ে থাকো, তবে প্রত্যেক বন্দীর ক্ষেত্রেও তা-ই করো'। এটা করার পর তিনি (সা.) কমপক্ষে শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারলেন। এভাবেই ন্যায়বিচারের সাথে আপোষ না করে তিনি (সা.) দয়া প্রদর্শন করেছেন।

একবার বিখ্যাত এক আরব সর্দারের কন্যা, চুরির অপরাধে ধৃত হলো। তার নাম ছিল ফাতিমা, আবার মহানবী (সা.) এর কন্যার নামও ছিল ফাতিমা। মহানবী (সা.) এর বাড়ীর বাইরে এ নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিলো এবং মেয়েটি এক ক্ষমতাবান সর্দারের কন্যা হওয়ার কারণে কিছু লোক তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের দাবী করছিলো। তারা মহানবী (সা.) এর মুক্ত করা দাস উসামা (রা.)কে, যাকে তিনি (সা.) খুব বেশী ভালবাসতেন, মেয়েটির পক্ষে এ বিষয়ে সুপারিশ করার জন্যে প্ররোচিত করলো। তিনি (রা.) সুপারিশ করার জন্য অগ্রসর হলেন। কিন্তু এতে নবী (সা.) এতো বেশী বিরক্ত হলেন যে, তাঁর (সা.) কপালের উপরকার শিরা কালো হয়ে গেলো এবং তিনি (সা.) বললেন, 'এ সুপারিশ করে তুমি কী বুঝাতে চাও? আল্লাহ যা চাইবেন আমি অবশ্যই সেটা করবো, আমার নিজ কন্যা ফাতিমা এ অপরাধ করে থাকলেও'।

মহানবী (সা.) একবার এক ইহুদীর কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছিলেন। ইহুদী লোকটি মনে করলো যে ঋণটা পরিশোধের সময় পার হয়ে গেছে, কিন্তু আসলে তা হয়নি। সে মহানবী (সা.) এর সম্মুখীন হলো এবং রূঢ় ভাষা ব্যবহার করে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে বললো এবং এ বলে অভিযোগ করলো যে, সব কোরাইশরাই কু-ঋণী, যারা কখনো তাদের কৃত ওয়াদার সম্মান করে না। সে শুধু মুহাম্মদ (সা.)কেই অপমান করলো না, তাঁর (সা.) গোত্রেরও অপমান করলো। ওমর (রা.) যিনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, প্রচন্ড রেগে গেলেন এবং তরবারি ধারণ করতে উদ্যত হলেন। মহানবী (সা.) তাকে নিবৃত করলেন। ওমর (রা.) তখন ইহুদীর প্রতি কতিপয় রূঢ় বাক্য ব্যবহার করছিলেন এবং সম্ভবত প্রহার করতে উদ্যত হয়ে ছিলেন। নবী (সা.) তাকে বললেন, 'ওমর, তোমার উচিত ছিল তার সাথে ভিন্ন আচরণ করা। প্রথমে তুমি আমাকে চুক্তিটির বিষয়ে মনোযোগী হতে বলতে পারতে এবং সে মতে যথা সময়ে দেনা পরিশোধ করতে বলতে পারতে, তারপর তুমি তাকে তার দাবীর বিষয়ে দয়ালু হতে এবং ঋণ গ্রহীতার প্রতি ক্ষমাশীল হতেও বলতে পারতে'। তারপর তিনি (সা.) তাঁর অপর এক সাহাবার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এখনো তিন দিন হাতে সময় আছে, আমি জানি যে, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি, কিন্তু আমার ঋণটি তাকে শোধ করে দাও এবং ওমরের কঠোর ব্যবহারের কারণে কিছু বেশীই দাও। সাহাবাগণ দ্বারা বেষ্টিত থাকার সময় প্রকাশ্যে অপমানিত হবার পরও এমনই ছিল তাঁর (সা.) ব্যবহার। তাঁর ন্যায়বিচার বোধ ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এটা ছিল শর্তাধীন, কোন ভাবেই ব্যক্তিগত, গোত্রগত অথবা ধর্মীয় বিশ্বস্ততার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়।

আজকের দিনে ইহুদী ও মুসলমানদের মধ্যকার সম্পর্ক এক অতীব ভুল বুঝাবুঝির (ধারণা-প্রসূত) সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। ইহুদীদের সাথে মহানবী (সা.) এর সম্পর্কের কয়েকটি উদাহরণ আমি তুলে ধরতে চাই, কারন এ বিষয়ে আমরা অবশ্যই তাঁকেই (সা.) অনুসরণ করব, অন্য যে কোন ধরনের অসঙ্গত মনোভাবকে বাদ দিতে হবে। ইসলামের মহানবী (সা.) নিঃস্বার্থ ন্যায়বিচারবোধ সম্পন্ন মানুষ হবার এক ধারণা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে ছিলেন। এমন কি যখন মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে অথবা মুসলমান ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী দ্বন্দ্ব বিদ্যমান ছিল, তারা তাঁর (সা.) কাছে বিচার চাইতে আসতেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, এক ইহুদী ও এক মুসলমানের মধ্যে এক খন্ড জমি নিয়ে বিরোধ ছিল। তারা উভয়েই পবিত্র নবী (সা.) এর দ্বারস্থ হয়ে মিমাংসা চাইলো। মহানবী (সা.) জমিটির মুসলমানদাবীদারকে তার দাবির স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রমান পেশ

করতে বললেন। জমির দাবীদার মুসলমান বললো যে, তার কাছে কোন সাক্ষী নেই, তবে সে মহানবী (সা.) এর সম্মানে সত্য কথাই বলছে। মহানবী (সা.) তাকে অগ্রাহ্য করলেন এবং জমির মালীকানার বিষয়ে প্রতিবাদীকে আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলতে নির্দেশ দিলেন। মুসলমান লোকটি বললো যে, 'হে আল্লাহ্‌র নবী, ঐ লোক মিথ্যা শপথ করবে, একখন্ড জমি পাওয়ার জন্য মিথ্যা শপথ করা তার জন্য এক মামুলি ব্যাপার'। মহানবী (সা.) জবাব দিলেন, 'বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য অন্য কোন উপায় নেই। যদি সে শপথ করে, তাহলে জমিটি তারই হবে'। এবং যা ঘটেছিল, সেটাই ছিল সঠিক।

একবার ছোট্ট এক বাণিজ্য দল খাইবার সফরে গেল, যে এলাকাটি ছিল বনী নজির নামীয় এক ইহুদী গোত্রের দখলে। পূর্বে তাদেরকে মদিনা থেকে বহিস্কার করে সেখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছিল, কিন্তু সে ঘটনা আলাদা। এ স্থানটি তখন থেকেই ইহুদীদের এক শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে গঠিত এ বাণিজ্যদলটি যখন খাইবার সফরে গেল, তখন তাদের এক লোক নিহত হলো। তারা মহানবী (সা.) এর কাছে ফিরে এসে বললো যে, হত্যার দায়িত্ব ঐ এলাকার ইহুদীদের ওপর নির্ধারণ করা উচিত এবং রক্তমূল্য দলীয়ভাবে তাদের ওপর আরোপ করা হোক। মহানবী (সা.) বললেন, 'লোকটি যে ইহুদীদের কারো হাতে খুন হয়েছে, সে ব্যাপারে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ আছে কি'? তারা জবাব দিল, 'কোন সাক্ষী নেই, কিন্তু এটা তাদেরই কারো দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, কারণ, সেখানে অন্য কেউ বাস করে না'। মহানবী (সা.) বললেন, 'সম্ভাব্য করণীয় মাত্র একটি-ই, আর তা হলো, ইহুদীরা অবশ্যই তাদের নির্দোষ হবার কথা শপথ করে বলবে'।

ইহুদীরা তা-ই করলো এবং হত্যার দায় থেকে খালাস পেলো। যাহোক, মহানবী (সা.) এর নির্দেশে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে রক্তমূল্য পরিশোধ করা হলো। আমরা তাঁর (সা.) মধ্যে ন্যায়-বিচারবোধের সাথে খুবই সুন্দর এবং সু-ভারসাম্যপূর্ণ দয়ার সম্পৃক্ততা দেখতে পাই, যা সত্যিই আনন্দদায়ক।

মহানবী (সা.) তাঁর সেবক ও দাসদের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। দাস-প্রথার প্রশ্নে পশ্চিমা জগতে এক অতীব ভুল বুঝা-বুঝিপূর্ণ ধারণা রয়েছে। আমি এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাব না, কিন্তু আমি আপনাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, পবিত্র কুরআনে কেবল একটি অনুমতি যোগ্য উপায় রয়েছে, যার মাধ্যমে ক্রীতদাস রাখা যেতে পারে। সূরা আল-আনফালের আয়াত ৬৮তে সেটা রয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, *'কেবলমাত্র কঠিন কোন যুদ্ধের পরই কোন মানুষকে দাস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কোন খন্ডকালীন যুদ্ধের কারণে নয়'*। তখনকার দিনে যুদ্ধ-বন্দীদেরকে আটক রাখার জন্য কোন বন্দী-শিবির ছিল না। সেকারণে বিভিন্ন গৃহে যুদ্ধ-বন্দীদেরকে বিতরণ করে দেয়া হতো। পবিত্র কুরআন পাঠে দেখা যায়, দাসদের মুক্তির জন্য নানাবিধ পন্থার কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে, যেগুলো পাঠ করে আশ্চর্য হতে হয় যে, দাসত্ব-প্রথাকে বর্তমান সময়ের মুসলমানদের দ্বারা কিভাবে চিরদিনের মতো বৈধতা দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা মোতাবেক, যদি কোন দাসের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক প্রদত্ত মুক্তিপনের বদলে সেই দাসকে মুক্তি দেয়া না হয় এবং সেই দাসের মুক্তির জন্য যদি আর কোন পন্থা না থাকে, তবে সে মুসলিম আদালতে তার মুক্তির জন্য আবেদন করতে পারে। শীঘ্র মুক্তি পেতে সে আদালতের কাছে এ শর্তে আপীল করতে পারে যে, কোর্ট তার যে মূল্য নির্ধারণ করবে, সেটা সে উপার্জন করে ছোট ছোট কিস্তিতে পরিশোধ করবে। মহানবী (সা.) এর যামানায় এসব আদেশ খুবই কড়াকড়ি ভাবে প্রয়োগ হতো। মাঝে মাঝে একদিনে হাজার হাজার দাসকে মুক্তি দেয়া হতো। অতীতে সম্পাদিত চুক্তির কারণে এবং ঐসব কষ্টের দিনগুলোতে কতক দাসকে লোকেরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেতো এবং এরা মনিবের নিজস্ব বাড়ীতে কাজ করে চলতো। হযরত মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়ে বলতেন যে, তাদের সাথে এমন দয়ার্দ্র ব্যবহার করা উচিত, যেমনটি নিজ আত্মীয়-স্বজনের সাথে করা হয়। আমরা এমন বহু ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাই; উদাহরণ স্বরূপ, যখন কোন মালিক এবং তার দাস একত্রে কোন কেনা কাটা করতে যেতো, দোকানদাররা তাদের মাঝে এ পার্থক্য করতে পারতো না যে, কে মনিব আর কে দাস। একবার হযরত আলী (রা.), যিনি মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর ইসলামের চতুর্থ খলীফা হন, কেনা কাটা করতে গেলেন এবং দোকানে গিয়ে দু'টো অভিন্ন মানের কাপড় চাইলেন। দোকানদার তাঁকে (রা.) ভিন্ন ভিন্ন রং-এর কাপড় ক্রয় করার প্রস্তাব দিলো। তিনি (রা.) বলেন, 'আমার প্রভু (সা.) দাসদের সাথে নিজ আত্মীয়ের মত ব্যবহার করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সুতরাং আমি যা পরিধান করি, আমার দাসকেও তেমনটি-ই পরিধান করাই।

আবু মাসুদ বদরী (রা.) বর্ণনা করেন, "একবার আমি আমার দাসকে চাবুক দ্বারা আঘাত করছিলাম, সে সময় পিছন থেকে এক আওয়াজ আসলো, 'আবু মাসুদ', আওয়াজ আসলো, 'আবু মাসুদ সাবধান হও'। আমি এতোই বিপর্যস্ত ছিলাম যে, সেটা কার গলার স্বর, তা ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারিনি এবং যখন সে লোকটি নিকটবর্তী হলো, তখন দেখতে পেলাম যে, তিনি ছিলেন মহানবী (সা.), এবং তিনি বলছিলেন, 'সাবধান আবু মাসুদ, তোমার এ দাসের ওপর তোমার যে অধিকার রয়েছে, তোমার ওপর আল্লাহ্‌র তার চেয়ে অনেক বেশী আধিপত্য রয়েছে', এবং আমি জবাব দিলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমি তাকে মুক্ত করে দেবো'। মহানবী (সা.) মন্তব্য করলেন, 'যদি তুমি তা না করতে, তা'হলে তুমি আগুন দ্বারা চিহ্নিত হতে।"

যায়েদ (রা.) এর নাম ইসলামের ইতিহাসে প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয়ে থাকে, কারণ তিনিই ছিলেন একমাত্র দাস, যিনি ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার সাথে বাস করেছেন। তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এর সেবা করার সময় আমি অনেক ভুল করেছি, কিন্তু তিনি (সা.) কখনো উষ্মা প্রকাশ করেন নি, এমন কি একবারও না। তিনি (সা.) কখনোই আমার সমালোচনা করেন নি, প্রহার করার তো কোন প্রশ্নই উঠে না'।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যায়েদ (রা.)কে দাস হিসেবে ক্রয় করা হয়। পারস্যে বসবাসকারী যায়েদ (রা.) এর বাবা ও চাচা জানতে পারে যে, যায়েদ মুহাম্মদ (সা.) এর দাস হিসেবে রয়েছে এবং মক্কায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। তারা মক্কায় মুহাম্মদ (সা.) এর সান্নিধ্যে হাজির হলো এবং যায়েদের মুক্তি প্রার্থনা করলো। তিনি (সা.) বললেন 'অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দেবো, কিন্তু তোমরা তাকে কেন জিজ্ঞাসা করো না? সে একজন মুক্ত ব্যক্তি, যদি সে থেকে যেতে চায়, তাহলে আমি তাকে চলে যেতে বাধ্য করবো না'। সুতরাং যায়েদ (রা.)কে যখন তার বাপ ও চাচার সামনে আনা হলো, তিনি (সা.) মৌনতা অবলম্বন করলেন। দীর্ঘকাল দেখা হবার কারণে তারা সবাই আবেগাপ্লুত হলো। তারা যায়েদ (রা.)কে তাদের সাথে বাড়ী ফিরতে বললো। তিনি (রা.) জবাব দিলেন, 'যদি আমার মতের ওপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে আমি বাড়ী ফিরে যাবো না, কারণ আমি এমন এক লোককে আবিষ্কার করেছি, যিনি আমার পিতা, আমার মাতা, আমার চাচা এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রত্যেকের চাইতে আমার কাছে অধিক প্রিয়'। একথা শুনে ইসলামের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা (সা.) তাদেরকে বাইরে নিয়ে আসলেন এবং আরো কতিপয় লোকের সামনে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন, 'আমি ঘোষণা করছি যে, যায়েদ এখন আর দাস নয়। এখন থেকে সে আমার পোষ্য পুত্র'। (চলবে)

ভাষান্তর : মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

দরূদ শরীফ পড়ার গুরুত্ব ও উপকারিতা

আজকাল বাংলাদেশের শহর-বন্দর ও গ্রাম-গঞ্জের প্রায় অধিকাংশ মসজিদ মাদ্রাসাগুলোতে রবিউল আউয়াল মাস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন আঙ্গিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম-মৃত্যু সিরাত সম্পর্কে মুসলমানগণ নানান ধরনের আলোচনায় মত্ত আছেন। কিন্তু এই আলোচনার ভিত্তি কি বা মুসলমানগণ কি উপকার পাচ্ছেন তা ভাববার বিষয়। দরূদ পাঠের নামে আজ যা হচ্ছে তা কখনো শরীয়ত সম্মত নয়। ইসলাম এ ধরনের অতিরঞ্জিত বা বিদা'তে বিশ্বাসী নয়। সুধী পাঠক! তাই আজকে আমি দরূদ শরীফ পড়ার প্রকৃত গুরুত্ব ও উপকারিতা সম্পর্কে কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করবো–ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম বিষয় হলো দরূদ পাঠের গুরুত্ব:– মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মজিদের সূরা আহযাবের ৫৭ আয়াতে বলেন, "*ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান্নাবীঈ ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা*"

অর্থাৎ–নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর ওপর রহমত নাযেল করেছেন এবং তাঁর ফিরিশ্‌তাগণও (তাঁর জন্য রহমত কামনা করছে) হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও তাঁর জন্য রহমত (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর। উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক ঈমানদার নারী-পুরুষকে মহানবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর দরূদ পাঠ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেখানে আল্লাহ্ তাআলা নিজে এবং ফিরিশ্‌তাগণ নবী করীম (সা.) এর রহমত কামনা করছেন, সেখানে আমরা রহমত কামনা না করার কোন আপত্তি চলে না। মুসলমান ওলামাগণ এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে তাদের বক্তৃতা আরম্ভ করেন ঠিকই কিন্তু আলোচনা কোথায় শেষ করেন আর কি বলেন তা যদি আপনারা ২/১ টি ওয়াজ মাহফিল শুনে থাকেন তবে উপলব্ধি করতে পারবেন। নবীজী (সা.) এর শানে এতো অতিরঞ্জিত ও বানোয়াট কথা-বার্তা বলেন যা শুনলে শরীর শিউরে উঠবে। কথায় বলে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে, কেন আমরা দরূদ পাঠ করবো? প্রথম কথা হলো এটা আল্লাহ্ তাআলার হুকুম বা নির্দেশ। এর পরের বিষয় হলো মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি ভালবাসা না থাকলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা আল ইমরানের ৩২ আয়াতে বলেন, "*কুল ইনকুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনি ইউহ্‌বিব কুমুল্লা*" অর্থৎ-তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তাহলে তোমরা আমার আনুগত্য করো। তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালবাসবেন। আল্লাহ্‌র ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যমই হলো মুহাম্মদ (সা.) কে ভালবাসা। তাঁর (সা.) আনুগত্য করা, দরূদ পাঠ করা ও রহমত কামনা করা।

একবার মু'মিন জননী, হযরত আয়শা (রা.)-এর কাছে লোকেরা জানতে চাইছিল হে উম্মুল মু'মিনীন! আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌র (সা.) জীবন-চরিত সম্পর্কে কিছু বলুন। জবাবে মা আয়েশা (রা.) বলেছিলেন কেন, তোমরা কি কুরআন পড়নি। "খুলুকুহুল কুরআন" কুরআনই তো তাঁর জীবন চরিত। তাঁর চরিত্র ছিল পুরোপুরি কুরআন। (বুখারী ও আবুদাউদ)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর সত্তার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের উৎকৃষ্টতা বিদ্যমান। আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদের নাম–মুহাম্মদ, আল্লাহ্‌র প্রেমিকের নাম–মুহাম্মদ, মানবতার প্রেমিকের নাম মুহাম্মদ, সৃষ্টির প্রেমিকের নাম-মুহাম্মদ। মানবেতিহাসের সবচাইতে বেশী এবং অকল্পনীয় ভাবে বেশী উচ্চারিত যে নাম তাই–মুহাম্মদ। ইসলাম ধর্মের পবিত্র কলেমাতে সংযুক্ত শুধু এই নাম: মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)। সমস্ত নবীদের মর্যাদা আঁ হযরত (সা.) এর সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সত্যিকার অর্থে 'মুহাম্মদ' নামের মধ্যেই (সা.) সেই ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে, তাই তাঁর (সা.) প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করা উচিত।

১৩ মার্চ ২০০৯ইং-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবাতে সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত আলোচনা করা খুবই উত্তম কাজ। বরং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী এবং আউলিয়াদের স্মরণের ফলে রহমত বর্ষিত হয়। সর্বপ্রথমে যারা ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছে তারা ছিল বাতেনী ধর্মের অনুসারী। আর যেভাবে তারা এর প্রচলন করেছে তা নিশ্চিতরূপে বিদা'ত ছিল। ৩৬২ হিজরীতে মিশরে তাদের শাসনকাল ছিল বলে জানা যায়। এ ছাড়াও তারা আরো বিভিন্ন দিন নির্ধারণ করেছে যা উদযাপন করা হয়ে থাকে। যেমন, আশুরার দিন, ঈদে মিলাদুন্নবী তো আছেই, মিলাদ হযরত আলী, মিলাদ হযরত হাসান। মিলাদ হযরত হোসাইন, মিলাদ হযরত ফতেমাতুজ জোহরা, রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্যবর্তী রাত, শাবান মাসের প্রথম রাত তারপর খতম এর রাত, রমযানের সূত্র ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। এছাড়া আরো অগণিত দিবস তারা উদযাপন করে থাকে। যার ফলে ইসলামের ভেতর বি'দাতের প্রচলন হয়েছে। হুযুর (আই.) বলেন, যেভাবে আমি বলেছি, মুসলমানদের ভিতর একটি শ্রেণী বা কতক ফির্কা এমনও আছে যারা এটি উদযাপন করেন না বরং ঈদে মিলাদুন্নবীকে বি'দাত বলে মনে করেন। অপর শ্রেণী এমন সীমালঙ্ঘন করেছে যা চরম বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়। যাই হোক, আমরা দেখবো এ যুগের ইমাম যাঁকে আল্লাহ্ তাআলা হাকাম ও ন্যায় বিচারক হিসেবে আবির্ভূত করেছেন, তিনি এ প্রসঙ্গে কি বলেছেন। এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে মিলাদ পাঠ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত আলোচনা করা খুবই উত্তম কাজ। স্বয়ং খোদা তাআলাও নবীদের জীবন চরিত আলোচনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। কিন্তু যদি এর সাথে এমন বি'দাত এর সংমিশ্রণ ঘটে যার ফলে তৌহিদ বা খোদার একত্বে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দেয় তাহলে তা বৈধ নয়।

খোদার মর্যাদা খোদাকে এবং নবীর মর্যাদা নবীকে প্রদান করো। বর্তমান যুগের মৌলভীদের মধ্যে বি'দাত শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত এবং বিদা'ত হলো সে সব কাজ যা খোদার অভিপ্রায় বহির্ভূত। বিদা'ত না হলেও একটি ওয়াজ বা নসিহতে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব, জন্ম এবং মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করা সওয়াবের কাজ। আমরা নিজেদের মনগড়া শরিয়ত বা গ্রন্থ প্রণয়নের ধৃষ্টতা দেখতে পারি না। এরা এমন বি'দাত বানিয়েছে যদি মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত আলোচনা করতে চাও তাহলে খুবই উত্তম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিলাদের নামে কি করা হয়? বর্তমানে বিশেষভাবে পাকিস্তানে এবং ভারতে এসব জলসায় জীবন চরিত আলোচনার পরিবর্তে অনেক বেশী রাজনৈতিক চর্চা হয়। অথবা একে অপরের ধর্ম বা ফির্কার দোষ-ত্রুটি অথবা ছিদ্রান্বেষণের কাজ করা হয়। পাকিস্তানে এরা যেসব জলসা করে তাতে এমন কোন জলসা নেই যেখানে মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয়, বরং প্রত্যেক স্থানেই আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্তার প্রতি চরম কদর্যপূর্ণ ও ঘৃণ্য অপবাদ আরোপ করা হয়। তাঁকে আক্রমণের লক্ষস্থলে পরিণত করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানেও এ ধরনের ফেৎনার সৃষ্টি করে আসছে এক ধরনের নামধারী মোল্লা মৌলভী।

হুযূর (আই.) বলেন, বর্তমান সময়ে দেখুন, বড় বড় জোব্বাধারী, যারা বড় বড় মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করে, কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি, আহমদীদের গালি-গালাজ করা ছাড়া এখানে আর কিছুই হয় না। খতমে নবওয়াতের নামে বড় বড় বুলি আওড়ানো হয় আর সমাপ্তি ঘটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর বিরুদ্ধে জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে। (জুমুআর খুতবার অংশবিশেষ)

দ্বিতীয় বিষয় হলো দরূদ পাঠের উপকারিতা : হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন আস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রাসূল করীম (সা.)কে বলতে শুনেছেন যে, যখন তোমরা মোয়াযযিনকে আযান দিতে শুন তখন তোমরা সেই শব্দগুলো মনে মনে পাঠ করো যা মোয়াযযিন উচ্চারণ করেছে। এবং আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ কামনা করবে মহান আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি

দশগুণ রহমত নাযেল করবেন। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাত)।

হযরত আমর বিন রাবিয়াহ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন. যে মুসলমান আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দরূদ পাঠ করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশ্‌তাগণ তার প্রতি রহমত বর্ষণ করতে থাকবে। সুতরাং যার ইচ্ছা সে কমও পড়তে পারে অথবা এর চেয়ে বেশীও পড়তে পারে। (তিরমিযী, কিতাবুস সালাত)

আমরা অবশ্যই অনুমান করতে পারছি যে, দরূদ পাঠের উপকারিতা কত বেশী।

যুগ ইমাম হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচিত পুস্তক 'চশমায়ে মারেফাত'-এ বলেন, পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ পবিত্রচেতা লোক জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন কিন্তু তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রিয় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব যিনি তাঁর নাম হল হযরত মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ্ ও তাঁর ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর ওপর দরূদ পাঠান এবং তোমরাও যারা ঈমান এনেছ তাঁর ওপর দরূদ পাঠাও এবং তাঁর প্রতি শান্তির সম্ভাষণ জানাও"।

কখনো কখনো এমন প্রশ্ন উঠে যে কতবার দরূদ পড়া উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক পত্রে লিখেন, "কোন সংখ্যার প্রয়োজন নেই। নিষ্ঠা, ভালবাসা, অনুনয় বিনয়ের সাথে পড়া উচিত এবং ততক্ষণ পর্যন্ত পড়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত প্রভাব ভাবাবেগ এবং আত্ম বিস্মৃতির অবস্থা সৃষ্টি না হয়। আবার তিনি (আ.) বলেন, "প্রার্থনার আনন্দে হৃদয় যেন কানায় কানায় ভরে উঠে এবং অন্তরাত্মাময় সেই পবিত্র মুখাবয়ব সুস্পষ্টরূপে সৃষ্টি হয়ে যায়। (মকতুবাত হিস্যা আউয়াল, পৃঃ ১৬)

দুরূদ পাঠ না করার জন্য অভিশাপ আরোপ করা হয়েছে যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন ঐ ব্যক্তির ওপর অভিশাপ যার উপস্থিতিতে আমার নাম লওয়া হয় অথচ যে আমার জন্য শান্তি কামনা করে না। (তিরমিযী) সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে এটা মনে রাখতে হবে যে, যখনই নবী করীম (সা.) এর নাম উচ্চারিত হয় তা শুনা মাত্রই (সা.) পাঠ করা উচিত। এতে একদিকে যেমন শান্তি কামনা করা হচ্ছে অপর দিকে অভিশাপ থেকে বাঁচা যাবে।

আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ১ জানুয়ারী ২০১০ইং জুমুআর খুতবাতে বলেন, "কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.) এর নাম রেখেছেন 'নূর'। যেভাবে তিনি বলেন, "*ক্বাদ যায়াকুম মিনাল্লাহে নূর*" অর্থাৎ তোমাদের কাছে আল্লাহর নূর রয়েছে। অতএব আমরা যদি এ নূর হতে আলো গ্রহণকারী হই তবে এটি আমাদের ওপর আল্লাহ্ তাআলার অনেক বড় অনুগ্রহ। হুযূর (আই.) আরো বলেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, দিনের মধ্যে সর্বোত্তম দিন হল জুমুআর দিন। এ দিনে আমার প্রতি অনেক বেশী দরূদ প্রেরণ কর। কেননা তোমাদের এই দিনের দরূদ আমার সামনে উপস্থাপন করা হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যিনি মসীহ্ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছেন এবং যুগের ইমাম হওয়ার মর্যাদা পেয়েছেন তিনি তা নবী করীম (সা.) এর সাথে প্রকৃত প্রেম এবং দরূদের কারণেই পেয়েছেন। যার মাধ্যমে পুণরায় নূরের ধারা আকাশ থেকে ভূ-পৃষ্ঠে নাযেল হওয়া শুরু হয়েছে। আমরা যারা তাঁর (আ.) বয়আতের গন্ডিভুক্ত তাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ শিক্ষাই দিয়েছেন। যদি তোমরা আমার হাতে বয়আতের দাবী কর এবং মহানবী (সা.) এর প্রতি ভালবাসা রাখার দাবী কর তবে একনিষ্ঠ হয়ে নবী করীম (সা.) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করো। তখন তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী তুমিও খোদা তাআলার নূর থেকে অংশ লাভ করবে। এ জিনিষই তোমাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ মন্ডিত করবে।

হযরত আবু হুমাইদ ঝাঙ্গাদী (রা.) জানিয়েছেন সাহাবাগণ আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) আমরা কিভাবে আপনার ওপর দরূদ পাঠ করবো? রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "*আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম্ মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মদিন কামা বারিকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা ইন্নাকাহামিদুম্ মাজীদ*।

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) এবং ইব্রাহীম (আ.)-এর অনুসারীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহাপ্রশংসাময়, মহামর্যাদাবান। হে আল্লাহ্! বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.) এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করেছিলে ইব্রাহীম (আ.) এবং ইব্রাহীম (আ.) এর অনুগামীদের প্রতি! নিশ্চয়ই তুমি মহাপ্রশংসাময়, মহামর্যাদাবান।

আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের অবস্থার প্রতি রহম করুন এবং তাদেরকে রহমাতুল্লিল আলামীনের সত্যিকার এই আদর্শের ওপর পরিচালিত হবার তৌফিক দিন, যাতে তারা আল্লাহ্ তাআলার দয়ার উত্তরাধিকারী হতে পারে। প্রকৃত দরূদ পাঠের মাধ্যমে আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় পাত্র হতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকেও তার (সা.) আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে স্বীয় জীবনকে সে মোতাবেক গড়ে তোলার তৌফিক দিন। আমীন!

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

হযরত ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ শাফেয়ী (রহ.)-এর কর্মজীবন ও চিন্তাধারা

[পূর্বের এক সংখ্যায় হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক আলোচিত হয়েছে এই সংখ্যায় হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক তুলে ধরা হলো।]

আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদরিস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম শাফেয়ী নামে পরিচিত ও খ্যাত। তিনি ইসলামী আইনের 'শাফেয়ী' শাখার প্রতিষ্ঠাতা। কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণকারী ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দূর সম্পর্কে সম্পর্কিত। ৭৬৭ সালে গাজায় তাঁর জন্ম হয়। তিনি শৈশব কালেই তাঁর পিতাকে হারান এবং চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁর সুযোগ্য মা তাঁকে গড়ে তোলেন আদর্শ মানুষ হিসেবে।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পবিত্র মক্কা নগরীতে কুরআন শরীফ মুখস্ত করেন। তিনি বেদুঈনদের মাঝে বেশ কিছুকাল কাটান এবং সে সময় প্রাচীন আরব কাব্য সম্পর্কে ব্যাপক ধারণা লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আবু খালিদ আল জিনজি এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার কাছে হাদীস ও ইসলামী আইনের ওপর পড়াশোনা করেন। তাঁর বয়স যখন মাত্র ১৩ বছর তখন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির হাদীস গ্রন্থ 'মুয়াত্তা' মুখস্ত করে ফেলেন।

বিশ বছর বয়সে মদীনায় ইমাম মালিক ইবনে আনাস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছে গমন করেন এবং তার কাছে 'মুয়াত্তা' মুখস্ত বলে যান। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এতে অভিভূত হয়ে পড়েন। ৭৯৬ সালে ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই কাটান।

দারিদ্রের কারণে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে ইয়েমেনে একটি সরকারি চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হতে হয়। ইয়েমেন ছিল আব্বাসীয় খিলাফতের একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। তিনি অজ্ঞাতসারে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েন এবং এক পর্যায়ে অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও খলিফা হারুন-অর-রশীদের সামনে উপস্থিত করা হয়। ইয়েমেনে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ব্যাপক প্রভাব ছিল। এতো বড় একজন মনীষী তাদেরই একজন এটা ছিল তাদের একটা আত্মিক তৃপ্তি। জনসাধারণের শ্রদ্ধা-সম্মান এবং ভালবাসা পর্যায়ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল। তৎকালিন প্রশাসনের সকল বিভাগে সততা ও ঈমানদারী প্রতিষ্ঠার জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সব রকমের অন্যায় অর্থাৎ ঘুষ, প্রশাসনে অবৈধ প্রভাব ইত্যাদির বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ালেন, ফলে চরিত্রহীন সরকারী কর্মচারীরাও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে যুক্ত হল। মুতরাফ নামের একজন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলা রাজনৈতিক চক্রান্তমূলক এক গোপন পত্র পাঠাল খলিফা হারুন আর-রশীদের কাছে। ইমাম শাফেয়ী (রাহ.)-এর ইতিবাচক যাবতীয় কর্মকাণ্ডকে সন্দেহপ্রবণ খলিফার কাছে সে এভাবে তুলে ধরলো- আপনি যদি ইয়েমেনের ভাল চান, তাহলে মুহাম্মদ ইবনে ইদরিস শাফেয়ীকে এখান থেকে সরিয়ে নিন এবং তার জন্য কঠিন কোন শাস্তির ব্যবস্থা করুন। এখানে সে দিন দিন প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং দেশের সব অঞ্চলেই 'নবী (সা.) বংশের' লোকেরা যে আবার খিলাফতের স্বপ্ন দেখছে, তা তো স্বয়ং খলিফার খুব ভাল করেই জানা আছে। শাফেয়ী নিজেই যেহেতু হাশেমী এবং এখানে প্রশাসনিক সাহায্য-সহযোগিতা সব তার বংশের লোকেরাই পাচ্ছে, কাজেই সার্বিক অবস্থা আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছে না।

চিঠি পেয়ে হারুন-আর-রশীদ তো অগ্নিশর্মা। সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে এই মর্মে রাষ্ট্রীয় ফরমান জারী করলো যে, মুহাম্মদ আবু ইদ্রিস শাফেয়ীসহ যত সৈয়দ বংশের লোক আছে সবাইকে গ্রেফতার করে রাজধানীতে প্রেরণ করা হোক। পুলিশ প্রধান হাম্মাদ বারবারী গ্রেফতারী পরওয়ানা নিয়ে মাঠে নেমে পড়লো। সৈয়দ বংশের যত লোক খুঁজে পাওয়া গেলো তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে ইমাম শাফেয়ী (রহ) সহ রিক্কায় হারুন-আর-রশীদের কাছে পাঠিয়ে দিল। কল্পিত শত্রু হাতে পেয়ে হারুন-আর-রশীদ হুকুম দিলো– প্রতিদিন আমার সামনে দশজন করে হত্যা করবে। সম্রাটের আদেশে এভাবে যে, প্রতিদিন দশজন করে– রাসূল (সা) কন্যা মা ফাতেমা এবং আলীর বংশধরদের শাহাদাত কার্যকর হচ্ছিলো। এভাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ) এর পালা এলো। নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখে ইমাম শাফেয়ী সেদিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা হারুন-আর-রশীদের গোটা অস্তিত্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। খলীফা বাধ্য হয়ে হত্যার আদেশ রহিত করে শুধু বন্দি করে রাখতে বললো। ইতিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহ) এর এক ইল্‌মী বিতর্কের বিস্তারিত বিবরণ হারুন আর-রশীদের কাছে কেউ একজন বর্ণনা করেছিল। হারছিমা বিন আঈন বলছে যে, হারুন আর-রশীদ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনছিল। ইমাম শাফেয়ীর যুক্তি প্রদানের ধরন শুনে তড়াক করে উঠে বসে পড়লো এবং বললো, কথাটা আবার বলতো! সে তা আবার শোনাল। হারুন আর-রশীদ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকল,

তারপর বললো, তাহলে তো দেখা যায় মুহাম্মদ বিন ইদরিস মুহাম্মদ বিন হাসানের চাইতেও বড় আলেম। এরপর আদেশ দেয়া হল তাঁকে পাঁচশত দীনার মিলিয়ে মোট একহাজার দীনার নজরানাসহ দিয়ে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হোক।

খোদা প্রদত্ব খিলাফত তৎকালিন সময় রাজতন্ত্রে বদল হয়ে গেল। যার ফলে ফকীহ ও মুহাদ্দিসীন আমীর ও সুলতানদের থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে সকল ফেতনা থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্তে নিজ নিজ শহরে নিজ নিজ বাড়িতে জ্ঞান চর্চার আসন পেতে বসলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.) তারা কোন মূল্যের বিনিময়েই তথাকথিত খিলাফতের জালে নিজেদেরকে জড়াননি।

সেই সময়ে শাসকদের শক্তিমত্তা, জুলুম-নির্যাতন, মৃত্যুভয়কে উপেক্ষা করে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ফকীহ্বৃন্দের বিশাল বিশাল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে ভয় না করে দ্বীন বিকৃতিকারীদের ষড়যন্ত্রমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর আক্রমণাত্মকভাবে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। তিনি গোটা মুসলিম সাম্রাজ্য সফর করে আরব আজমের স্থবির হয়ে থাকা সকল সত্য সন্ধানী সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানগুলোর সামনে তৌহিদী বিধানের নিম্ন বর্ণীত নীতিমালা পেশ করলেনঃ-

১। দ্বীনের মূল উৎস কুরআন এবং হাদীস। উদ্ভুত সমস্যার সমাধান যদি সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে না পাওয়া যায় তাহলে 'কিয়াস'। কিন্তু তা কুরআন-হাদীসের আলোকেই হতে হবে।

২। উপযুক্ত দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে হাদীসে রাসূল শুদ্ধ প্রমাণিত হলে তাকে কার্যকর করা অবশ্য কর্তব্য।

৩। হাদীসের বাহ্যিক তাৎপর্য গ্রহণযোগ্য। যখন তার মধ্যে কয়েকটি তাৎপর্যের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখন যে তাৎপর্য বাহ্যিক তাৎপর্যের কাছাকাছি হবে তাকে গ্রহণ করতে হবে।

৪। সাহাবায়ে কিরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত খবরে ওয়াহেদ থেকে অনেক ওপরে। তা না পাওয়া গেলে তখন খবরে ওয়াহেদ বিবেচ্য। হাদীস, তা সে যে স্তরেরই হোক কুরআনকে অকার্যকর করতে পারে না।

৫। একই বিষয়ের কয়েকখানি হাদীস যখন পরস্পর বিরোধী পাওয়া যাবে তখন খুব ভাল করে দেখতে হবে কোনটার বর্ণনাকারী কি রকম। তারপর দেখতে হবে তার মধ্যে যে বিধান দেয়া আছে তার বিন্যাসের ধরন কোনটার কি রকম! তারপর দেখতে হবে বর্ণনাকারী সাহাবা ঈমান আনার ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ের ছিলেন, না শেষ পর্যায়ের।

৬। 'হাদীসে মুরসাল' সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব ছাড়া অন্য কারোটা গ্রহণযোগ্য নয়।

৭। মওকুফ মুনকাতে হাদীস, মুত্তাসাল সহীহ্ হাদীসের বিপরীতে কোন পর্যায়ের গ্রহণযোগ্যতা রাখে না।

৮। তাঁর সময়কালে সাহাবাগণের বক্তব্যসমূহ প্রায় সবই সংগৃহীত হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু শুদ্ধ হাদীসের বিপরীত পাওয়া গেছে। এ কারণে ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) সিদ্ধান্ত হল সহীহ্ হাদীসের মুকাবিলায় সাহাবার বক্তব্য কোন মূল্য রাখে না।

৯। প্রতিটি 'সাধারণ' নির্দেশের মধ্যে ব্যতিক্রমও হয় এবং সাধারণ সন্দেহাতীত হয় না।

১০। উপকারিতা অর্জনের চাইতে অনিষ্টতা দূর করা অধিকতর উপযোগী বা শ্রেয়তর। (তাহযীব আত্তাহযীব, হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী)

৮০৪ সালে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিরিয়া ও মিশরে গমন করেন। ইমাম মালিকের অনুসারীরা মিশরে তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা প্রদান করেন। তিনি কায়রোতে ছয় বছরকাল ইসলামী আইনের ওপর শিক্ষকতা করেন এবং সেখান থেকে ৮১০ সালে বাগদাদে যান এবং সেখানে শিক্ষকতাকে সাফল্যজনকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইরাকে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর ছাত্রে পরিণত হয়। ৮১৪ সালে পুণরায় মিশরে ফিরে আসেন কিন্তু তখন মিশরে রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে তাঁকে মক্কায় চলে যেতে হয়।

৮১৫ সালে ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মিশরে ফিরে গিয়ে সেখানে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। ৮২০ সালের ২০ জানুয়ারী তিনি মিশরেই ইন্তেকাল করেন। কায়রোতে 'বানু আবদ আল হাকামে' তাকে দাফন করা হয়। আইয়ুবী বংশের শাসক ১২১১ সালে তার কবরের ওপর একটি সৌধ নির্মাণ করেন।

তাঁর পূর্বসূরী ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম মালিক (রাহ.) এর মত তিনিও আব্বাসীয় খিলাফতের প্রধান কাজীর পদ গ্রহনে অস্বীকৃতি জানান। ইরাক ও মিশরে অবস্থানকালে তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেন। ইসলামের ওপর গবেষণামূলক লেখা ও বক্তৃতা দেয়ার কাজেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে। দৈনন্দিন জীবনে তিনি অত্যন্ত গোছানো ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য তিনি সুন্দরভাবে সময়কে ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং সেই সময়সূচী নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করতেন।

'এনসাইক্লোপেডিয়া অব ইসলামে' ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিকে তাঁর সময়ের আইনগত ব্যাখ্যা ও প্রচলিত প্রথার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি শুধু বিদ্যমান আইনগত উপাদান দিয়েই কাজ করতেন তা নয়, বরং আইনের নীতি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন। তাকে 'উসুলে ফিকাহ্' এর প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়।

ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচনায় সংলাপের ব্যবহার করেছেন দক্ষতার সাথে। তার 'রিসালায়' আইনশাস্ত্রের নীতিমালাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন এবং এর মাধ্যমে হানাফী এবং মালিকী আইনের বিধানের একটি সুন্দর যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা 'কিতাবুল উলুম' গ্রন্থে তাঁর বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ মেলে।

তখনকার দিনে সব ধরনের কর্মতৎপরতার প্রধান কেন্দ্র ছিল বাগদাদ ও কায়রো। ইসলামী গবেষণায় তিনি সর্বাগ্রে অনুসরণ করেছেন কুরআনকে এবং পরে সুন্নাহকে। সবচেয়ে প্রামাণ্য হাদীসগুলোকে তিনি কুরআনের মতই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছেন। তিনি হাদীস ব্যাখ্যাকারকদের মধ্যে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন এবং বাগদাদের লোকেরা তাঁকে 'নাজির-উস-সুন্নাহ' খেতাব দিয়েছিলেন।

ইমাম শাফেয়ীর দৃষ্টিতে ইজমা ও কিয়াসঃ ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াসের সেই রকম উপযোগিতা নেই যা অন্যান্য মাযহাবে রয়েছে। তিনি যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন তা নিম্নরূপ-

১। কোন আদেশের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট অথবা শর্তের কারণে ঝুলে থাকা, সেই শর্ত এবং বর্ণিত বৈশিষ্ট পাওয়া না গেলে আদেশের নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

২। নীরব ইজমা যুক্তিসঙ্গত নয়। হতে পারে কিছু সাহাবা এটা বলেছেন এবং কিছু সাহাবা কাজটা দেখে নীরব থেকেছেন। সুতরাং তাদের নীরবতা সমর্থনের দলিল নয়।

৩। এক মূলকে অন্য মূল দিয়ে কিয়াস করা সঙ্গত নয় এবং মূলের ব্যাপারে এটা বলা সমীচীন নয় যে, এটা কি কারণে এবং কেমন করে আছে, বরং অংশ বা শাখা-প্রশাখার মধ্যে বলা যেতে পারে যে, এটা কেন?

কিয়াসের ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আরও বলেন, মূল আদেশকে বিবেচনায় রেখে যেকোন যৌগিকের সমাধান করা হবে। যেমনঃ কুরআন মজীদে 'দাসীদের' প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'জ্বিনায় লিপ্ত হয়েছিল বলে যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন মহিলাদের অর্ধেক। কুরআন মজীদে 'দাসদের' ব্যাপারে যেহেতু কোন আদেশ নেই এইজন্য আয়াতকে মূল ধরে গোলামদের ব্যাপারে কিয়াস করা হবে। কিন্তু অংশ যদি মূল আদেশের প্রথম প্রতিক্রিয়ার আওতায় না আসে সেক্ষেত্রে দু'টি বিবেচনা সামনে রাখতে হবে। একঃ মূল থেকে আদেশের কারণ উদঘাটন করতে হবে। সেই কারণ অনুযায়ী অংশের ওপরেও মূলের আদেশ কার্যকর করা যাবে। যেমন কুরআন মজীদে 'মদ' নিষিদ্ধতার উল্লেখ রয়েছে এবং 'নেশা' তার কারণ! এখন যে বস্তুর মধ্যে মদ ছাড়া নেশা পাওয়া যাবে তার ওপরেও নিষিদ্ধতার আদেশ জারী করা হবে। এই ধরনের কিয়াসের নাম ইমাম শাফেয়ী (রহ.) কেয়ামুল মা'নী অর্থাৎ 'তাৎপর্যগত' কিয়াস রেখেছেন। (রঈস আহমদ জাফরী রচিত চার ইমামের জীবনকথা পুস্তক থেকে)।

বহস-বিতর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর দক্ষতাঃ কুফার কতিপয় লোক ইয়াতিমদের সম্পদে যাকাত প্রসঙ্গে তাঁর কাছে প্রশ্ন তুললো, 'আপনি বলেছেন, ইয়াতিমের সম্পদে যাকাত রয়েছে। অথচ কুরআন মজীদে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আকীমুস সালাত ওয়া আতুয্ যাকাত' অর্থাৎ নামায আদায় কর এবং যাকাত দাও।

এখন ইয়াতিম ও নাবালেগের ওপরে তো নামাযের বাধ্যবাধকতা নেই তাহলে যাকাত দেবার ব্যাপারে তারা কেন বাধ্য হবে? নাবালেগের ওপরে শাস্তিমূলক অপরাধের দণ্ডও কার্যকর হয় না এবং সে কাফের হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় জবরদস্তিমূলক আদেশও দেয়া যায় না। রাসূল (সা.)-এর বাণী, তিন ব্যক্তি দণ্ডবিধির বাইরে- নাবালেগ, উন্মাদ এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বললেন, তোমাদের দলিলের প্রয়োগ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তাছাড়া তেমাদের দেয়া দলিল অনুযায়ী কার্যক্ষেত্রে তোমরা নিজেরাই তার বিরোধীতা কর। এবার শরীয়তের মূল বক্তব্য শোন, যাকাত সম্পদের ওপরে ধার্য, বয়সের ওপরে নয়। শরীয়তে যে 'পরিমাণ' নির্ধারণ করা আছে তার ওপর দিয়ে একটি বছর পার হয়ে গেলেই যেমন সেই সম্পদের যাকাত ফরয হয়ে যায়, তেমনি নামায বালেগের ওপর ফরয, যেন সে তার জন্য প্রয়োজনীয় পবিত্রতা এবং নামাযের মূল উদ্দেশ্য বুঝে নিতে পারে। তোমরা তোমাদেরই নির্ধারিত নীতির বাইরে গিয়ে কেমন করে কর্ম সম্পাদন কর এবার তা দেখিয়ে দিচ্ছি! অল্প বয়সী কোন মেয়ের স্বামী মারা গেলে তোমরা প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের মত তার ওপরে 'ইদ্দত' নির্ধারণ কর। অপরাধের দণ্ডে নাবালেগকে বালেগের মত গণ্য কর। এছাড়া তোমরা নাবালেগের কাছ থেকে 'ওশর' আদায় করছো আর বলছ যে, এক্ষেত্রে বিধান বালেগের মতই কার্যকর। এগুলো আসলে তোমাদের ফিক্‌হী জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা।

আমি এবার তোমাদেরকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব! তা এই যে, তোমরা বল নামায এবং যাকাত একসাথে ফরয হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারে কি বলবে? যার কাছে সম্পদ নেই তার ওপরে যাকাত নেই এটাতো ঠিক আছে, কিন্তু তার ওপর থেকে নামাযও কি মওকুফ হয়ে যাবে?

একজন লোক দীর্ঘদিন মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত, স্বাভাবিকভাবেই তার ওপরে নামাযের বাধ্যবাধকতা নেই! এখন সে যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তার জন্য কি যাকাতও মওকুফ হয়ে যাবে?

একজন সম্পদশালী ব্যক্তি সফরে রয়েছে। এই সফরের মধ্যেই তার যাকাত আদায় করার সময় শুরু হয়ে গেল। সফরে নামাযকে তো সংক্ষিপ্ত করা যায়, এভাবে যাকাতকেও কি সংক্ষিপ্ত করা যাবে?

ঋতুকালীন সময়ে নারীর জন্য নামায মওকুফ! যাকাতের বেলায় তার জন্য কি এরকম কোন বিধান আছে? এসব যুক্তি শুনে প্রশ্নকারীরা হতবাক হয়ে গেলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। তিনি নিজেই বলতেন, আমি বিশ বছর পর্যন্ত কখনো পেট ভরে খাইনি এবং লোভ-লালসাকে কখনো কাছেও আসতে দেইনি। এ কারণে আমি সব সময় খুব ভাল থেকেছি এবং আমার সম্মান সবসময়ই অসম্মানের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত থেকেছে।

মাহমুদ আহমদ সুমন

নবীনদের পাতা

খোদার অস্তিত্ব ও কতিপয় বিশ্বাস

জগতের অধিকাংশ মানুষই কমবেশি খোদা বা ইশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। যারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, তারাও এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করে। সুদূর অতীত থেকে মানুষের মনে খোদা সম্পর্কীয় চিন্তা এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। খোদার অস্তিত্ব নিয়ে মানুষের মনে বিস্ময় ও সংশয়ের অন্ত নেই। মানুষ ভাবে এ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা কে? কেমন তার অবয়ব। খোদার অস্তিত্ব যদি থেকেই থাকে তাহলে কিভাবে প্রমাণ করা যায়। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ, সাহিত্যিক ইত্যাদি প্রায় সর্ব স্তরের মানুষ খোদার অস্তিত্বের সপক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন প্রকার যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করেছেন। কেউ খোদার অস্তিত্ব প্রমাণে তার নিজ ধর্মীয় ঐশী গ্রন্থের আশ্রয় নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ খোদার অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন যুক্তির আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। প্রকৃত অর্থে খোদা /ইশ্বরের অস্তিত্ব, স্বরূপ কিরূপ তা নিয়েও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মত বিরোধ রয়েছে ফলে প্রতিটি ধর্মাবলম্বীর কাছেই খোদা সম্পর্কে সঠিক ধর্মীয় ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধর্ম হচ্ছে খোদা কেন্দ্রিক। ধর্মের সাথে খোদার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক বর্তমান। খোদাকে বাদ দিলে ধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকে না। ধর্মের দিক থেকে খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত। কেননা মহান খোদার অস্তিত্ব, আদেশ-নির্দেশ ইত্যাদি প্রচারের জন্যই যুগে যুগে নবী-রসূলগণের আগমন সাধিত হয়েছে। এবং খোদাতে বিশ্ববাসীদের আস্তিক ও খোদাতে অবিশ্বাসীদের নাস্তিক রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ধর্মের দিক থেকে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাসীরা হচ্ছে আস্তিক। আর আস্তিকদের মধ্যে খোদার অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। মূলত আস্তিকদের মধ্যে মতানৈক্যের প্রেক্ষিতে তিন ধরণের মতের আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়। যথা–বহু ইশ্বরবাদ, দ্বিইশ্বরবাদ ও একেশ্বরবাদ।

বহু ঈশ্বরবাদ একটি প্রাচীন মতবাদ। এ মতবাদ সাধারণত প্রাচীন গ্রীস, মিশর, প্রাচীন ভারতবর্ষ ইত্যাদি স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাদের মতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পিছনে বহু অতীন্দ্রিয় অতিমানব দেবতা আছেন যারা এই পৃথিবী পরিচালনা করেন। এবং তাদের বিশ্বাস এক একজন দেবতা প্রকৃতির এক একটি বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো। এবং তাদের দৃঢ় বিশ্বাস এটাও ছিল যে, প্রতিটি বিভাগের নিয়ন্তা সেই বিভাগের খোদা। দ্বিঈশ্বরবাদীদের মতে, একই ঈশ্বর শুভ-অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ ও মঙ্গলের সৃষ্টির জন্য একজন ঈশ্বর। আর অশুভ, অকল্যাণ ও অমঙ্গলের সৃষ্টির জন্য আর একজন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সুতরাং দ্বিঈশ্বরবাদে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ঈশ্বরে বিশ্বাস করা হয়েছে।

একঈশ্বরবাদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাস বিকাশের সর্বশেষ বিশ্বাস যার সত্যায়ণ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) করেছেন। একেশ্বরবাদ, বহুঈশ্বরবাদ ও দ্বিঈশ্বরবাদের দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করে মানুষের মনে এক অসীম অনন্ত, সর্বশক্তিমান ও পূর্ণ ঈশ্বরের ভাব জাগিয়ে দিয়ে মানুষকে পবিত্র করতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ এমনিতে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি পূর্ণস্বভাব ও সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ও দয়াময়। তিনি জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তথা মানুষের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক। তবে তিনি নিজে অসৃষ্ট, অনন্ত ও শাশ্বত। এ মতই বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে। আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অনাদি ও অনপেক্ষ। তিনি কাউকে জন্ম দেন না। নিজেও জাত নন এবং তাঁর সদৃশ আর কেউ নেই। তাঁর সার্বক্ষণিক সমর্থন ব্যতিরেকে কোন কিছু টিকে থাকতে পারে না। বিশ্বের সৃষ্টি, প্রতিপালন, পরিপোষণ ও পরিচালনা প্রভৃতি কোন ব্যাপারেই আল্লাহ্‌র কোন সমকক্ষ বা শরিক নেই। পবিত্র কুরআন শরীফে খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে–"বল (হে মুহাম্মদ) : তিনি, আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ সমস্ত অভাবের উর্ধ্বে, তিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।" (১১২: ১-৪)

"বল, তোমরা কি অস্বীকার কর তাঁকে যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং অংশী খাড়া কর তাঁর? তিনি তো সমস্ত জগতের প্রভু" (৪১: ৯)।

"স্মরণ কর তোমাদের প্রভু (প্রদত্ত) সম্পদ এবং বল সব মহিমা আল্লাহ্‌র, যিনি এইসব আমাদের আধীন করে দিয়েছেন। আমরা কিছুতেই উহাকে বশে আনতে পারতাম না। এবং নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভুর দিকে ফিরে যাবো। (৪৩: ১৩-১৪)

"এবং আমি প্রত্যেক জিনিসের যুগল সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা (তা হতে আল্লাহর একত্ব ও সৃষ্টি কৌশল) বুঝতে পার। (৫১: ৪৯)।

"পূর্ব পশ্চিম সবই আল্লাহ্‌র –তুমি যে দিকেই মুখ ফিরাও সেখানেই আল্লাহ্‌র আসল (অস্তিত্ব)। নি:সন্দেহে আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (২: ১১৫)

"তিনি হচ্ছেন সেই খোদা, যিনি প্রত্যেক জিনিষকে উপযোগী অবস্থা

দিয়া সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই জিনিষকে তার অভীষ্ট উন্নতি লাভের পথ প্রদর্শন করেছেন। (২০: ৫১)

কার্য ও কারণের সমগ্র শৃঙ্খল তোমার স্রষ্টা ও প্রতিপালকের নিকট পৌঁছিয়া শেষ হয়" (৫৩: ৪৩)।

"সূর্য চন্দ্রের নাগাল পায় না, এবং চন্দ্রের প্রকাশকারী রাত্রি সূর্যের প্রকাশকারী দিনকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে না" (৩৬ : ৪১)

খোদার অস্তিত্ব সম্পর্কে কি করে সন্দেহ হতে পারে যিনি এমন আকাশ-মন্ডল এমন পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? (১৪ ; ১১)

"প্রত্যেক জিনিষ লয়শীল এবং যিনি অবিনশ্বর, তিনি হলেন খোদা, মহাপ্রতাপান্বিত ও মহামর্যাদাবান" (৫৫: ২৭-২৮)

"আমি আত্মাদিগকে বললাম : আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল : কেন নহে? (৭ : ১৭৩)

"তিনি আল্লাহ্ যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই–যিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্য (সব) জানেন, তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু। তিনি আল্লাহ্ যিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই–যিনি বাদশা, পবিত্র শান্তিদাতা, বিশ্বস্ত, রক্ষক, প্রবল প্রতাপশালী, অপ্রতিহত, মহামহিম। লোকে তাঁর যে অংশী খাড়া করে তা হতে তিনি পবিত্র। তিনি স্রষ্টা, উদ্ভাবক, সংগঠক, তাঁরই ভাল ভাল সব নাম যা কিছু আসমান ও যমীনে আছে সব তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং তিনি প্রবল প্রতাপশালী, পরমজ্ঞানী" (৫৯:২৩-২৫)

আল্লাহ্ ভালোবেসে মানুষ সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসবেন বলে। তাই মানব হৃদয়ে তাঁর নির্মল নিঃসংশয় অস্তিত্ব এবং অনন্য ও নিত্য একত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্ বিশ্বের প্রতি রহমতস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং যথা সময়ে তাঁর

পথের পূর্ণ অনুসারী মাহদীকেও পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তাই খোদা, রসূল ও মাহদীকে জেনে চিনে সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রেমে হৃদয়-মন ভরে নিয়ে আমরা সবাই যেন খোদা-মিলনের অনন্ত আলোর সাগরে ক্রমাগত এগিয়ে যাই। এই প্রার্থনা খোদারই কাছে; তিনি কবুল করুন।

সিকদার মোবাশ্বের আহমেদ আদনান

পর্দা সম্পর্কে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফার উপদেশ বাণী

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন ঃ

'আমি কিছুকাল যাবৎ অনুভব করছি যে, ইসলামের উপরে যে সকল অত্যন্ত বড় বিপদাবলী পতিত হচ্ছে উহাদের মধ্যে বেপর্দেগী একটি বিপদ। বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন আকারে এবং বিভিন্ন বাহানায় এ বিপদ মুসলমান মহিলাগণের উপরে আপতিত হচ্ছে এবং পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে মুসলমান মহিলাগণ পর্দা পরিত্যাগ করেছে। এমনকি কোন কোন মুসলমান দেশে তো এই ফতোয়া দেয়া হচ্ছে যে, পর্দা হারাম---এজন্যে আমি ইহা উপলব্ধি করেছি এবং বড় জোরের সাথে আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে এই তাহরিক করেছেন যে, আহমদী মহিলাগণ বেপর্দেগীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুন। কেননা, যদি আপনারা এই ময়দান পরিত্যাগ করেন তাহলে দুনিয়াতে আর কোন্ মহিলা আছে যারা ইসলামী মূল্যবোধের হেফাযতের জন্য সম্মুখে অগ্রসর হবে?

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) বলেন ঃ

মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, 'আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলারা চাকুরী করতে পারবেন; কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে । কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না'।

'পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয় । কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি নিতে হবে ।

ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন,'বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয়-দিন, কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে । পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা হবে না '। (১২/১০/২০০৯ ইং তারিখের পত্রের মাধ্যমে)

"সত্যের সন্ধানে"

একজন মানবতাবাদী সত্যানুসন্ধিৎসু প্রাজ্ঞ ধার্মিক ব্যাক্তি অবশ্যই যে কোন সত্যকে যাচাই বাছাই করেই সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবে এবং শাশ্বত ঐশী সত্যকে গ্রহণ বরণ করে নিতে সম্মত হবে। বলপূর্বক কোন সত্যকে কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিণতি কস্মিনকালেও শুভ হয় না। তরবারি মাথা নুয়াতে পারে কিন্তু হৃদয়কে নয়। হৃদয়কে জয় করে সত্যের আলো । একজন অবশ্যই যে কোন সত্য বিষয়ে চিন্তা ভাবনা যাচাই বাছাই ও গবেষণা করে সিদ্বান্ত গ্রহণ করে। আলো অন্ধোকারের পার্থক্য বুঝার শক্তি যাদের রয়েছে তারা সত্য গ্রহণে দ্বিধা দ্বন্দে ভোগে না। কোন সুস্থ জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন আলোকিত মানুষ ঐশী আহবানে সারা না দিয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। কে না চায় আলোকিত ও প্রগতির পথে চলতে? যে অন্ধকারকেই আঁকরে ধরে শান্তিও স্বস্থি খুঁজে বেড়ায় সে কখনও শান্তির নাগাল পেতে পারে না। শান্তি কোন পথে? ধর্ম কি শান্তি কল্যাণের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে হ্যাঁ আল্লাহ মনোনীত ইসলাম ধর্ম বিশ্ববাসীকে ঐশী আশিস ও কল্যাণ প্রদানের নিশ্চয়তা দিয়েছে। অন্য কোন ধর্মে যুগের চাহিদা অনুযায়ী মানুষকে এই নিশ্চয়তা দেয় না। এক মাত্র মুসলমানদের জন্যেই মোহাম্মদী নবুওয়াতের আলোক দীপ্ততায় কেয়ামত কাল পর্যন্ত ইসলামেই আল্লাহর নেয়ামতের ধারা প্রবহমান থাকবে এবং ইসলামেই নেতৃত্বের ধারাবাহীকতা বিদ্যমান থাকবে। এখানেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বতা ও সজীবতা এবং হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন্ত নবী হওয়ার প্রমান বহন করে।

ইসলাম ধর্ম মানুষের সামগ্রিক জীবনে এবং রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে ধর্ম নিয়ে ফতোয়াবাজি ও ফেরকাবাজীর কারনে আজ নিশ্চয়তা লিপ্ত হয়ে পড়েছে এবং মতবিরোধ ও মতপার্থক্যের ফলে অশান্তির আগুন চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলছে। প্রধান ধর্মগুলো আজ নানা দল উপদলে বিভক্ত। পারস্পারিক অবিশ্বাস দ্বন্দ কলহ ঝগড়া বিবাদের ফলে অতীতে ধর্মীয় অঙ্গনে রক্তপাতের ন্যায় বিভৎস্য ঘটনাবলীও সংঘটিত হয়েছে। তাহলে যে ধর্মের পরিমন্ডলে শান্তির স্থলে অশান্তি ও অস্থিরতা বিরাজ করছে সে সকল ধর্ম আসলেও কি মানবজাতিকে শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েমের গ্যারান্টি দিতে পারে? ধর্মে ধর্মে ও সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বন্ধের আলামত পরিদৃষ্টি হয়ে না উঠায় মানবতাবাদী মানুষ সত্যিই শংকিত ও উদ্বিগ্ন ।

তাহলে কোন ধর্ম বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠার জোরালো আহ্বান জানায় এবং তা পালনের জন্য মান্যকারীদের জোরালো তাগিদ দেয় তা অবশ্যই তলিয়ে দেখা দরকার । আমরা যদি গভীর দৃষ্টি দিয়ে দেখি তাহলেই পেয়ে যাবো সত্যের সন্ধান। একমাত্র ইসলাম ধর্মই আল্লাহর অপরিসীম অসিম ও কল্যাণ লাভ করে এই ঘোষণা প্রদান করে যে, 'এখানে আস পাবে চির মুক্তি ও কল্যাণ । ঐশী নেয়ামত কল্যাণ ধারায় সিক্ত হওয়ার পথ এখানেই রয়েছে'।

ধর্মের ইতিহাসতো অনেক পুরোনো ও সুদীর্ঘ। এই দীর্ঘ সময়ে ধর্ম পৃথিবীকে কি দিতে পেরেছে? ধর্মের ইতিহাসে রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে। এখনো ধর্মীয় অঙ্গনে অশান্তি বিরাজ করছে। ধর্ম বাস্তবিকই মানব কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে । কিন্তু মানুষ ধর্মকে নানা খন্ডে বিখন্ড করে সংখ্যার বলে বলীয়ান হয়ে ধর্মের নামে রক্তপাত ঘটিয়েছে । ধর্ম থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে আজ মানুষ নৈতিক অবক্ষয় ও অধপতনের চরম স্তরে পৌঁছেছে । বড় বড় ধর্মগুলো বিকৃত হয়ে ভক্ত অতিভক্তের পাল্লায় পড়ে মৌলিক সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার আলোকেই কেবল বিশ্বে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এ ধর্মের চোখ ধাঁধাঁনো রূপ ও অনুপম সৌন্দর্যতা এবং ঐশী বাণীর যথার্থতা এটাই প্রমান করে যে ইসলাম জীবন্ত খোদার শাশ্বত সত্য ধর্ম। এ ধর্মের মাঝেই অপর সকল ধর্ম ও মতবাদ একসময় লীন হয়ে মিশে গিয়ে এক ধর্মে একীভূত হবে।

আমীর মাহমুদ ভূঁইয়া

১৩ জন মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)- এর ঐতিহাসিক 'তাহরীকে ওয়াকফে জিন্দেগী'-এর মহান তাহরীকে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও বিশ্ব রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) -এর নাম ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার মানসে একমাত্র খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে ১৩ জন মহা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে ওয়াকফে জিন্দেগী বা জিবন উৎসর্গ করেছেন। আহমদীয়াতের ইতিহাসে সেই সকল সোনালী মানুষের স্বর্নালী নাম স্বর্নাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই ১৩ জন মহা সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির নাম নিম্নে উদ্বৃত করা হল–

(১) মোকাররম হযরত মাওলানা শেখ মোহাম্মদ তৈমুর সাহেব (রা.)

(২) মোকাররম হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব(রা.)

(৩) মোকাররম হযরত মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.)

(৪) হযরত মওলানা মোহাম্মদ হাসান সাহেব (রা.)

(৫) মোকাররম হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)

(৬) মোকাররম হযরত সুফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.)

(৭) মোকাররম হযরত মৌলবী মুহাম্মদ দ্বীন সাহেব (রা.)

(৮) মোকররম হযরত শেখ আব্দুর রহমান সাহেব (রা.)

(৯) মোকাররম হযরত শেখ আকবর শাহ খাঁন সাহেব (রা.)

(১০) মোকাররম মৌলবী হযরত মুহাম্মদ আযিমুল্লাহ্ সাহবে (রা.)

(১১) মোকাররম হযরত মৌলবী ফযল দ্বীন সাহেব (রা.)

(১২) মোকররম হযরত খাজা আব্দর রহমান সাহেব (রা.)

(১৩) মোকাররম হযরত ক্বারী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)।

মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন এবং তাদেরকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত করুন। (আমীন)

[তারিখে আহমদীয়াত, নব সংস্করণ, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৯৮]

ওয়াকফে আরযী

এক ঐশী ব্যবস্থাপনা

বিশ্ব মানবতার এক ঘন অন্ধকারময় সময়ে এই ধরাধমে আল্লাহ্র ধর্মকে পুন:প্রতিষ্ঠা, হযরত রাসূলে মকবুল (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শের অনুসরণ এবং পবিত্র কুরআনের অতুলনীয় শিক্ষাকে বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব। তিনি এসে জগতে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন, মানুষকে খোদা তাআলার নৈকট্য প্রাপ্ত হওয়ার এমন সব পথ বাতলে দেন – যা ১৪০০ শত বছর যাবত অন্ধকারের গহীনে ছিল। ইসলাম প্রচার ও প্রসারের তাঁর হৃদয় এমনভাবে আন্দোলিত হতো যেরূপভাবে পিঞ্জিরের ভিতর আবদ্ধ পাখিছানা উড়াল দেয়ার জন্য করতে থাকে। তাঁর এক পংক্তি থেকেই আমরা এর প্রমাণ পাই। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান করে জগদ্বাসীকে বলেছেন –

"আও লোগো কেহ এহী নূরে খোদা পাও গে

লও তুমহে তওরে তাসাল্লি কা বাতায়া হামনে"

অর্থাৎ, এসো হে লোক সকল! কেননা, কেবল এখানেই পাবে খোদার জ্যোতি:

শান্তনার এই পথ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম আমি।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও বিশ্ব রাসূল (সা.)-এর নাম ও মর্যাদাকে সমুন্নত করার মানসে তাঁর প্রিয় সাহাবীদের সর্বপ্রথম জীবন উৎসর্গ করার তাহরীক করেন। এটা এ জন্য প্রয়োজন, কেননা উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র ধর্মের প্রচারেই সেই ব্যক্তির ধ্যান-জ্ঞান হয়। তাই কিছু দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বছর কিংবা আজীবন আল্লাহ্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও কুরআন করীমের পবিত্র শিক্ষাকে প্রসারিত করার লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ বা ওয়াকফ করা প্রয়োজন। এটা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং নিজ অন্তরে এক পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা, শিখানো এবং নিরব-নিভৃতে দোয়া করার এক সুবর্ণ সুযোগ এর মাধ্যমেই অর্জিত হয়। আমি এখন আমার এই প্রবন্ধে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী মাওউদ (আ.) এবং খোলাফায়ে আহমদীয়াতের পবিত্র বাণীর আলোকে

ওয়াকফে জিন্দেগী এবং ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছি।

আল্লাহর রাস্তায় জীবন উৎসর্গ কর

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "মৌখিক স্বীকৃতির পাশাপাশি বাস্তবিক কর্ম দ্বারা এর সত্যায়ন করাও আবশ্যক। এই জন্য এটা একান্ত প্রয়োজনীয় যে, তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ কর। এরই নাম ইসলাম এবং এটা হল সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি।" (মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ: ১৩৮)

হুযূর আকদাস (আ.)-এর কাঙ্খিত প্রত্যাশা–

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) "ওয়াকফ" করা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,–"আমি স্বয়ং এই পথের পূর্ণ পরীক্ষিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্ তাআলার ফযল ও আশীষের কারণেই আমি এ থেকে এক সুরভিত তৃপ্তি ও স্বাদ আস্বাধন করেছি। আমি এই আশা ও প্রত্যাশা পোষণ করি, যদি আল্লাহ্ তাআলার পথে জীবন উৎসর্গ করার জন্য আমি মারা যাই আবার জীবিত হই অতঃপর আবার মারা যাই আবার জীবিত হই তাহলে প্রতিবারই এক নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে খোদার রাস্তায় জীবন উৎসর্গের ব্যাপারে আমার আগ্রহ বারবার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭০)

তিনি (আ.) আরো বলেন, "আমি আমার ওপর এটা ফরয মনে করছি যে, আমি আমার জামা'তকে ওসীয়্যত করি এবং তাদেরকে এ কথা বলে দেই যদি কেউ নাজাত পেতে চায় সেই সাথে পবিত্র ও অনন্ত জীবনের অন্বেষী হয় তাহলে সে যেন –আল্লাহ্ তাআলার পথে নিজ জীবন উৎসর্গ করে।" (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭০)

ওয়াক্‌ফে আরযী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ সালে 'ওয়াকফে আরযী'-এর মোবারক তাহরীকের ঘোষণা দেন। জামা'তের অভ্যন্তরীণ তালিম-তরবিয়তের মানকে আরো গতিশীলতা ও বেগবান করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে ইংগিত করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আস সালেস (রাহে.) বলেন–"ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। জামা'তের লোকেরা মনে করে, সংশোধন ও দিক-নির্দেশনা দান কেবল মুরুব্বীদের কাজ। বরং প্রত্যেক আহমদীদেরই গভীর নিষ্ঠার সাথে তালিম-তরবিয়তের কাজ করা উচিত। এই মনোযোগ ও নিষ্ঠা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং জামা'তের মাঝে তালিম-তরবিয়তের মানকে আরো উদ্দীপ্ত করার স্বার্থেই আমি এই তাহরীক জারী করেছি। এর মাঝে আধ্যাত্মিক উপকারিতা এবং দৈহিক উপকারিতা উভয়েই বিদ্যমান রয়েছে। (আল ফযল, ৩ নভেম্বর, ১৯৭১)

ওয়াকফে আরযী আত্মিক সংশোধনের মাধ্যম

হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযী-আত্মিক সংশোধনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, "ওয়াকফে আরযী তাহরীকে অন্য আরেকটি বড় উপকারিতা হল, যে সকল লোক ওয়াকফে আরযীতে যায় তাদেরকে নিজেদের আত্মার সাথে বিভিন্ন দিক থেকে হিসাব করতে হয়। নিজেদের অনেক দূর্বলতা ওয়াকফে আরযীতে যাওয়ার পূর্বেই তাদের দৃষ্টিতে আসে। তখন তারা দোয়া করার দিকে ঝুঁকে পড়ে, অর্থাৎ ওয়াকফে আরযীতে যাওয়ার একটি বড় রকম প্রস্তুতি হল, সে দোয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলে কিংবা সেগুলিকে আরো সতেজ করার লক্ষ্যে চেষ্টা করতে থাকে। যাওয়ার পূর্বে অনেক বইপত্র পড়াশুনা করে এবং সাথে করে কিছু বই নিয়েও যায়। সে নিজের দূর্বলতা, অলসতা সম্পর্কে চিন্তা করে এবং সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা করে। তাঁর মনে এই স্পৃহা ও প্রেরণার জন্ম নেয় যে, যখন সে অন্য একটি স্থানে যাবে তখন সে যেন সেখানকার লোকদের কাছে উত্তম নমুনাস্বরূপ হয়। সে যেন তাদের কাছে পথভ্রষ্টতার কারণ না হয়। সুতরাং ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ দোয়ার বরকতে এই জন্য পূর্বে থেকেই বিশেষভাবে উপকৃত হতে থাকে।" (আল ফযল, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭)

ওয়াকফে আরযীর অন্যতম উদ্দেশ্যে কুরআন শিখানো

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এ সম্পর্কে বলেন, "ওয়াকফে আরযী তাহরীকের অন্যতম বড় একটি উদ্দেশ্য হল,–যে সকল বন্ধুগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় একজন স্বেচ্ছাসেবীরূপে বিভিন্ন জামা'তে নিজ খরচে যাবে সে যেন সেখানে কুরআন শিক্ষা ক্লাসের আয়োজন করে। এতে করে সেখানকার জামা'তের মাঝে একটি সুশৃংখল ধারাবাহিকতায় তরবিয়ত সাধিত হবে এবং তারা নিজেদের মাঝে কুরআনের শিক্ষাকে ধারণ করে জগতের জন্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে গড়ে উঠবে।"

(আল ফযল, ১৫ মে, ১৯৬৬)

ওয়াকফে আরযী কমপক্ষে দুই সপ্তাহ হওয়া আবশ্যক

হুযূর আকদাস (রাহে.) ওয়াকফে আরযীর সময়কালীন নির্দিষ্ট করে দিতে গিয়ে বলেন, "আমি জামা'তের মাঝে এই তাহরীক করছি, জামা'তের বন্ধুগণ যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তৌফিক দিয়েছেন, তারা এক বছরে দুই সপ্তাহ থেকে শুরু করে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত ধর্মের

খেদমতের খাতিরে ওয়াকফ করুন। তাদেরকে জামা'তের বিভিন্ন কাজে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সম্পূর্ণ নিজ খরচে সেখানে চলে যান। ওয়াকফ সময়কালীন সময় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অর্থে অবস্থান করুন এবং যে দায়িত্বই অর্পণ করা হোক, তা আদায় করতে সচেষ্ট হোন। (আল ফযল, ২৩ মার্চ, ১৯৬৬)

প্রত্যেক আহমদী ওয়াকফে আরযী করুন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ওয়াকফে আরযীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "মুরুব্বীদের উচিত, কর্মকর্তাদেরও উচিত এমনকি প্রত্যেক আহমদীর উচিত, সে নিজেকে এবং তাঁর অন্য ভাইকেও এই উপদেশ দান করুক, চলো আমরা ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহণ করি। এতে সন্দেহ নেই, এটি একটি কুরবানীর রাস্তা এবং এই রাস্তা নিতান্তই বন্ধুর। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, কুরবানীর রাস্তা অতিক্রম করা ব্যতীত আমরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি কখনো লাভ করতে পারবো না।'

(আল ফযল, ২৭ আগষ্ট, ১৯৬৯)

এক স্বপ্নিল ভবিষ্যদ্বাণী ও এক প্রেমময় আহ্বান

জামা'তে আহমদীয়ার চতুর্থ ইমাম হযরত আকদাস মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) আহমদীদের এক স্বপ্নিল ভবিষ্যদ্বাণীর বার্তা শুনিয়েছেন যা আজ ক্রমান্বয়ে পূর্ণতার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। হুযূর রাবে (রাহে.) বলেন, "আমি আপনাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করছি, ইনশাআল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়াতের বিজয়ের দিন নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে। আমি সেই বিজয় ধ্বনির কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। খোদার কসম! এই জন্য আপনারা আপনাদের হৃদয়ে পরিবর্তন আনুন। খোদা তাআলা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন, তিনি আপনাদেরকে বিজয়ী করবেন।" [মাশআলে রাহ, ৩য় খন্ড, পৃ: ২১৬]

সমাগত সত্যের সূর্য উদীয়মান। ইসলামের হারানো ঐতিহ্য আমাদের মুখপানে তাকিয়ে রয়েছে। কবে আসবে সে মাহেন্দ্রক্ষণ! কিন্তু যুগ খলীফাতো আর বসে থাকতে পারেন না। তাইতো তিনি সেই আনন্দঘন মুহূর্তকে আরো তরান্বীত করার জন্য ২৮ জানুয়ারী ১৯৮৩ সালে মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রেমাস্পদ আহমদীদের লক্ষ্য করে জুমুআর খুতবায় বলেছেন, "পৃথিবীর সকল আহমদীকে আমি এই ঘোষণার মাধ্যমে সম্বোধন করে বলছি, যদিও সে পূর্বে মুরুব্বী ছিল না কিন্তু আজকের পর তাকেও অবশ্যই মুরুব্বী হতে হবে। ইসলামকে সমস্ত পৃথিবীতে বিজয় দান করার এখন সময়ের দাবী। এটি একটি ব্যাপক বিষয়। আর এই সুবিশাল দায়িত্বভার জামা'তে আহমদীয়ার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। আজকের পর প্রত্যেক আহমদী চিন্তা করুন, সে যে দেশেরই অধিবাসী বা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন– সে অবশ্যই পার্থিব অর্থ উপার্জন করবে কেননা তা ছাড়া বেঁচে থাকা অসম্ভব আর ধর্মের খাতিরে কোন কিছু পেশ করার জন্যও পার্থিব বিষয়াদীর প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এ কথার দিকেই দৃষ্টি রাখবেন যে, পার্থিব অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যও যেন আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানের ও তবলীগের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। সুতরাং বন্ধুদের উচিত, তারা যেন প্রত্যেকে দাঈ-ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী হওয়ার দৃঢ় সংকল্প করে। আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন। আমীন। (দৈনিক আল ফযল, ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৩)

প্রত্যেক আহমদী আল্লাহ্‌র পয়গামকে পৌঁছে দিতে নেমে পড়ুন

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সৈয়্যদনা হযরত আকদাস মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামা'তের সদস্যদের লক্ষ্যে করে ঘোষণা করছেন, "পৃথিবীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসুন। কেননা এখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে নত হওয়া ছাড়া কোন জাতি সুরক্ষিত নয়। এই জন্য তাদের উদ্ধার করার নিমিত্তে দাই-ইলাল্লাহ্‌র নির্ধারিত সদস্য ও নির্ধারিত টার্গেট নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় নেই। বরং প্রত্যেক জামা'ত এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যাতে করে প্রত্যেক আহমদীই আল্লাহ্ তাআলার পয়গামকে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।" (আল ফযল, ৮ জুন, ২০০৪)

অতএব, ওয়াকফে আরযীই পারে, আমাদের এ যান্ত্রিক পথ চালনায় কিছুটা সময়ের জন্য হলেও খোদা তাআলার ধর্মের সেবা করতে। আমরা যদি আমাদের হৃদয়ে এই আশা রাখি যে, আমরা কেউ না কেউ কুরআনের শিক্ষাকে লোকদের নিকট পৌঁছে দিব, ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে পথহারা মানবজাতিকে সমবেত করব আবারো ইসলামের সমুজ্জল শুভ্র পতাকাকে সুউচ্চকিত করব তাহলে আমরা অবশ্যই সে জান্নাত লাভের ভাগীদার হব –যার তলদেশ নিয়ে স্বচ্ছ নহর সমূহ প্রবাহিত!

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে ওয়াকফে জিন্দেগী এবং ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে তাঁর রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন, আমীন।

(তথ্যসূত্র : দৈনিক আল ফযল, ২৩ জানুয়ারী, ২০১০)

আহমদ জাকির হোসেন
ছাত্র, চতুর্থ বর্ষ
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গ্রন্থাবলী

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন : আমি সত্য সত্যই বলছি যে ব্যক্তি আমার হাত থেকে অমৃতসুধা পান করবে যা আমাকে দেয়া হয়েছে সে অবশ্যই মরবে না। সেই সব জীবন দানকারী বাক্যাবলী যা আমি বলি এবং সেই প্রজ্ঞা বা আমার মুখ থেকে বের হয় যদি অন্য কেই এর মতো বলতে পারে তবে জেনো, আমি খোদা তাআলার পক্ষ থেকে নই। কিন্তু এই প্রজ্ঞা এবং তত্ত্বজ্ঞান যা মৃতদের জন্য মৃতসঞ্জীবনী অন্য কোথাও থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই যে তোমরা উৎসস্থলকে অস্বীকার কর যা আকাশে খোলা হয়েছে এবং ভু-পৃষ্ঠে সেটা কেউ বন্ধ করতে পারবে না। (ইযালায়ে আওহাম রূহানী খাযায়েন খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা ১০৪)

আমার ভেতর এক ঐশী আত্মা কথা বলছে

আমার ভেতর একটি ঐশী আত্মা কথা বলছে যা আমার প্রতিটি শব্দ প্রতিটি আওয়াজকে জীবন দান করছে।

(ইযালায়ে আওহাম রূহানী খাযায়েন খন্ড, ৩ পৃষ্ঠা ৪০৩)

তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র থাকা উচিত নয়।

সে যে খোদার প্রত্যাদিষ্টের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে না এবং তার লেখনী মনোযোগ সহকারে পড়ে না, তার মধ্যে অহংকার রয়েছে। তাই চেষ্টা কর যেন তোমাদের মধ্যে অহংকারের লেশমাত্র না থাকে, যাতে তোমরা ধ্বংস না হয়ে যাও এবং নিজেদের বংশধর সহ নাজাত লাভ কর। (নুযলুল মসীহ্, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১৮, পৃষ্ঠা ৪০৩)

আমি বিশেষভাবে বই পত্র লেখার সময় আমার ওপর খোদার অলৌকিক ঘটনা দেখি, যখন আমি আরবী বা উর্দুতে কোন কিছু লিখি তখন অনুভব করি, কেউ ভেতর থেকে আমাকে জ্ঞান দিচ্ছেন (নযুলুল মসীহ্ রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৮ পৃষ্ঠা-৪৩০)

আমাদের জামা'তের কিছু ব্যক্তি যারা আমাদের দাবী এবং দলিল সম্বন্ধে কম পরিচিত এবং যারা মনোযোগের সহিত বইগুলো দেখার সৌভাগ্য হয় না এবং একটি সময় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থেকে নিজেদের জানাশোনাকে পূর্ণ করেন না তবে বিরোধীদের আপত্তির সময় এমন জবাব দেন যা অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত হয় এজন্য সত্যের পথে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে নিমজ্জিত হতে হয়। (এক গালতি কা ইযালা, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৮, পৃষ্ঠা ২০৬)

হাকিকাতুল ওহীর নিদর্শনসমূহ

আমি আমার বই হাকিকাতুল ওহীতে এমন কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছি তাতে প্রমানিত হয় যে সেই খোদা যার পরিচয় এবং যার ভালবাসা আমাদের মুক্তির উৎস তাঁকে ইসলামের মাধ্যমেই পাওয়া যায় এবং ইসলামই এমন ধর্ম যা নিজের নিদর্শনের ছুরি দ্বারা নাস্তিকতার ভূতকে জবাই করতে পারে এবং নাস্তিকতাবাদের দৈত্যমূর্তিকে ভাঙতে পারে।

একবার অবশ্যই পড়ুন

হযরত মসীহ মাউওদ (আ.) হাকীকাতুল ওহীর অধ্যায়নের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলানে বলেন আমি আমার প্রিয় জাতির .... এই সব লোক যারা এই বই (হাকীকাতুল ওহী) পড়তে পারেন, খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি যদি তাদের কাছে এই বই পৌছায় তবে অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই বই গভীর মনোযোগে পড়ে। আমি আবার সেই এক ... খোদার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে প্রত্যেকের প্রাণ নিজের সময় এবং কাজের ক্ষতি করে একবার মনোযোগ এবং দূরদর্শিতার সাথে বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন। আমি তৃতীয় বার সেই উচ্চমনা এবং বিনয়ী খোদার কসম খাচ্ছি যিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন যারা নিজের কসমের পরওয়া করে না, অবশ্যই যাদের কাছে এই বই পৌছায় এবং সে পড়তে পারে.... শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার অবশ্যই পড়ুন। (এলান ১৫ মার্চ -১৯০৭)

হাকিকাতুল ওহী পুস্তকে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) লিখেন এটা যে ব্যক্তি অক্ষরে অক্ষরে পড়বে আমি মনে করি না এরপর সে (মসীহ মাওউদ আ.-এর দাবীর ব্যাপারে) ওটাই মনে করবে যা সে বইটি পড়ার আগে মনে করত।

(মালফুযাত, ৫ম খন্ড ,পৃষ্ঠা-১৬৬)

নাভিদুর রহমান
ছাত্র, ২য় বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া
বাংলাদেশ

ইংল্যান্ডে জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম মোবাল্লেগ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর তাহরিকে সাড়া দিয়ে নিজের জীবন ধর্মের জন্য উৎসর্গকারী আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ইংল্যান্ডের প্রথম মোবাল্লেগ হলেন হযরত চৌধুরী ফতেহ্ মুহাম্মদ সইয়াল (রা.) তিনি কসুর জেলার জোড়াহ্ কালা, নমক স্থানে ১৮৮৭ সলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা- চৌধুরী নিযাম উদ্দিন (রা.) একজন জমিদার ছিলেন। তিনি ঐ এলাকায় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.) ১৮৯৯ সালে তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার সাথে কাদিয়ান এসে বয়আত গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বার বছর। উল্লেখ্য, যে দিন তিনি কাদিয়ান এসে বয়আত গ্রহণ করেন সেই দিন হযরত মসীহ মাউদ (আ.)-এর পুত্র সাহেবযাদা মির্যা মোবারেক আহমদের আকিকার অনুষ্ঠান ছিল।

হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা) কাদিয়ান থেকে মেট্রিক পাশ করেন পরে লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে বি.এ এবং আলীগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে তাঁর ব্যাক্তিগত সুসম্পর্ক ছিল। যখন তিনি লাহোর গভর্ণমেন্ট কলেজে পড়াশোনা করছিলেন তখন হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁর নতুন বই প্রকাশিত হওয়ার পর স্নেহ ও আন্তরিকতার সাথে সেগুলো তাঁর কাছে ডাকযোগে প্রেরণ করতেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাকে খুব স্নেহ্ করতেন। রাতের বেলায় যখন কোন স্থানে টেলিগ্রাম বা জরুরী বার্তা পৌছানোর দরকার হতো তখন তিনি তাকেই বাটালা পাঠিয়ে দিতেন।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন জামা'তের বন্ধুদেরকে ধর্মের সেবার জন্য "ওয়াকফে জিন্দেগী" করার তাহরিক ঘোষণা করেন তখন তিনি ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯০৭ এ মসীহ মাওউদ (আ.) কে পত্র লিখেন এবং নিজেকে ওয়াকফে জিন্দেগী হিসেবে পেশ করেন।

এই চিঠির উত্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন "আমি একথা শুনে অনেক খুশী হয়েছি যে, তুমি তোমার জীবনকে ধর্মের রাস্তায় উৎসর্গ করেছ। মহান আল্লাহ তাআলা তোমাকে এ কাজের জন্য দৃঢ়তা দান করুন।"

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর কন্যা সাহেবযাদী আমাতুশ শাফী সাইয়াল লিখেন, আব্বাজান মেট্রিক পরীক্ষার পাশের পর লাহোর কলেজে ভর্তি হন। সেই দিন গুলোতে তিনি প্রতি সপ্তাহেই অন্যান্য আহমদীদের সাথে কাদিয়ানে যেতেন। প্রতি শনিবার অর্ধেক দিন পর্যন্ত সফরে অতিবাহিত করতেন।

তিনি প্রথম প্রহরে অমৃতসর থেকে পাঠান কোট যাওয়ার ট্রেন ধরে বাটালা যেতেন এবং সেখানে থেকে পায়ে হেঁটে অথবা কখনও টমটম নিয়ে।

বারো ক্রোশ কাঁচা রাস্তা অতিক্রম করে মাগরিবের পূর্বে কাদিয়ান পৌছাতেন। পরের দিন অর্থাৎ রবিবার বিকালে ফেরত আসার জন্য একই ভাবে বাটালা পৌছে লাহোরের ট্রেন ধরতেন। আব্বাজানের পড়াশুনার দিনগুলোতে অধিক সময় কাদিয়ানেই কাটতো; বিশেষ করে রবিবারের দিন।

উল্লেখ্য, কোন এক রবিবার আব্বাজান কোন কারনে কাদিয়ান যেতে পারেন নি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করে বলেন, ফতেহ মুহাম্মদ কি কারনে আসতে পারেনি । এমন প্রেমিক হৃদয়ের প্রেমাস্পদকে কোন মানুষ আছে যে তাকে ভালবাসবে না।

(সিরাতে হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল পৃষ্ঠা:-৭-৮)

তাঁর নিজের জীবনে দোয়ার সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক রাখতেন যার কারনে তিনি সেই দোয়ার বদৌলতে কল্যাণ মন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

তিনি স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজী শিক্ষক হিসেবে প্রথমে জামা'তের সেবা শুরুর পর ইংল্যান্ড জামা'তের প্রথম মোবাল্লেগ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তিনি জামা'তে আহমদীয়ার বিভিন্ন সালানা জলসায় অসংখ্য বক্তৃতা করেছেন। সংবাদপত্র ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, সিলসিলা আলিয়া আহমদীয়ায় আত্মবিলীন এই নিষ্ঠাবান খাদেম এবং ওয়াকফে জিন্দেগী ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই মহান ব্যক্তির সমাধি 'বেহেশতি মাকবেরা' রাবওয়াতে আছে।

মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তাঁর নেক কর্ম থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

(দৈনিক আল ফযল, ৫ আগষ্ট ২০০৯)

পিয়ারতুল্লাহ সুমন

ছাত্র, ২য় বর্ষ, জামেয়া আহমদীয়া
বাংলাদেশ।

সংবাদ

সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন

গত ০২-০৪-১০ ইং রোজ শুক্রবার বাদ মাগরেব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে জনাব গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া এর সভাপতিত্বে সিরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব আশিকুর রহমান ও শাকিব হোসেন শুভ। অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন জনাব এনামুল হক, জনাব আফজালুর রহমান রিপন, মৌ. মোজাম্মেল হক মোয়াল্লেম ক্রোড়া এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবাশ্বের মুরুব্বী, বি.বাড়ীয়া। সব শেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবাণ বক্তব্য শেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্ত ঘোষণা করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ৯০ জন।

এনামুল হক

সারাদেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সাথে 'মসীহ্ মাওউদ দিবস' পালিত হয়, নিম্নে কতিপয় জামা'তের সংবাদ পরিবেশিত হলো

ক্রোড়া

গত ২৬-০৩-১০ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার উদ্যোগে মোহতরম গাজী মাজহারুল খোকন প্রেসিডেন্ট ক্রোড়া এর সভাপতিত্বে মসীহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কোরআন ও নযম পাঠ করেন জনাব এজাজ আহমদ ও জনাব তৌফিক আহমদ । অনুষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মারুফুর রহমান সান্টু, জনাব এনামুল হক, জনাব এজাজ আহামদ, মৌ. মোজাম্মেল হক। সভার মাঝখানে সুললীত কণ্ঠে একটি নযম পাঠ করেন তৌসিফ ঈভান। সবশেষে সভাপতি সাহেব তার মূল্যবাণ ভাষণ শেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল আশাব্যাঞ্জক।

এনামুল হক

মাহিগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব মাহিগঞ্জ জামা'তে মসীহ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত অনষ্ঠান স্থানীয় জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব তাজুল ইসলাম সাহেবের সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন আতফাল মনির হোসেন, নযম পাঠ করেন নাজমুল হক, রাশেদ, মিলন। উক্ত দিবসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব সালাহ উদ্দিন, নাজমুল হক, রাশেদ মিলন, সুজন আহমদ, সবুজ আহমদ, স্থানীয় কায়েদ, সেক্রেটারী মাল, দেহাতী মোয়াল্লেম এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম। উক্ত অনুষ্ঠানে আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ৫৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম

কটিয়াদী

গত ২৩ মার্চ কটিয়াদী মসজিদে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদীর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। খাকসারের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও নযমের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহতরম খলিল আহমদ, মোহতরম ডাঃ রুহুল আমিন, মৌ. বশির আহমদ মোয়াল্লেম, মোহতরম সৈয়দ আনোয়ার আলী ও খাকসারের সমাপনি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠান শেষে সবাইকে মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়ন করা হয়। অনুষ্ঠানে লাজনাসহ ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

এম, এ হান্নান

নারায়ণগঞ্জ

গত ২৩ মার্চ ২০১০ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪ ঘটিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম এডভোকেট তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পেশ করেন ওমর আহমদ আদর। সভায় উর্দু নযম আবৃত্তি করেন সাহেব খন্দকার

অর্পন এবং বাংলা নযম আবৃত্তি করেন জসিম উদ্দিন আহমদ। সভায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবন চরিত, সুলতানুল কলম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), উম্মতি নবী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর রাসূল প্রেম, ২৩ মার্চ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং এ প্রেক্ষিতে আমাদের করনীয়, ইয়াকসিরুস সলীব, ইয়াকতুলুল খিনজির, লিইউজহিরাহু আলাদীনে কুল্লিহী হাকামান আদালান এর আলোকে হযরত মাসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাজের মূল্যায়ণ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যথাক্রমে সর্বজনাব ডাঃ মুজাফ্ফর উদ্দিন আহমদ, নাজমুল আলম রোমেল, ফজল মাহমুদ, কমর উদ্দিন আহমদ সানি, মঈন উদ্দিন আহমদ, জনাব রফি উদ্দিন আহদ, মৌ. হাফেয আবুল খায়ের। সভাপতির ভাষণে স্থানীয় আমীর মোহতরম এড: তাইজ উদ্দিন আহমদ সাহেব মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করার জন্য সচেষ্ট হতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিসহ শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টি আপ্যায়ণের ব্যবস্থা করা হয়।

রফি উদ্দিন আহমদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

গত ৭/৪/২০১০ ইং বাদ মাগরিব থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নব নির্মিত মসজিদ বায়তুল ওয়াহাদে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ)। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন, আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। উক্ত অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কুরআন পাঠ করেন আল-আমীন আহমদ, নযম পাঠ করেন যথাক্রমে রায়হান আহমদ খান রোদ্র (উর্দু) ও শিশির আহমদ মিঠু (বাংলা)। মসীহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন ইখতিয়ার উদ্দিন শুভ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম ও বংস পরিচয় এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মোহতরম শেখ মোশারফ হোসেন, সেক্রেটারী ওসীয়ত, কুরআন ও হাদীসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাব ও লক্ষণসমূহ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মোহতরম মোস্তাক আহমদ খন্দকার, নায়েব আমীর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যতা ও তাঁকে মান্য করার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মুবাশ্বের মুরব্বী। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব-এর জ্ঞানগর্ব বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১৫০ জন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

ঘাটুরা

গত ২৩ মার্চ রোজ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরার উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোবারক উদ্দিন। কুরআন তেলাওয়াত করেন সজীব আহমদ এবং উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম নাদিম। তারপর প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব উজ্জ্বল আহমদ, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা এই বিষয়ে বক্তৃতা রাখেন মৌ. আসাদ উল্লাহ্ আসাদ, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। তারপর একটি বাংলা নযম পাঠ করেন জনাব নাছের আহমদ। সবশেষে সভাপতি সাহেবের ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে মসীহ্ মাওউদ দিবস এর অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত সভায় ৬০ জন সদস্য-সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

উজ্জল আহমদ

বেতাগী /বরগুনা

গত ২৬/০৩/১০ ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ কাওসার আহমদ শিকদার সাহেবের সভাপতিত্বে মসীহ মাওউদ দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। উক্ত সভা কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। সভায় হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর আবির্ভাবের পেক্ষাপট ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

মৌ. মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম

নাটাই

গত ২৬/০৩/২০১০ ইং তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নাটাই-এর উদ্যোগে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। এ মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। অনুষ্ঠান কুরআন পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। আলোচনা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্ম এবং পরিচয় বিষয়ে আহসান উল্লাহ সিকদার, প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব, দাবীর সত্যতা ও তাঁর জীবনের ইমান উদ্দীপক কিছু ঘটনা প্রসঙ্গে মওলানা নওশাদ আহমদ। নযম পাঠ করেন জেসমিন সিকদার। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব প্রসঙ্গে সমাপনী ভাষন প্রদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব এস.এস. তৌফিক বেলাল। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে জামা'তের সকল বয়সের প্রায় ৫৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আহসানুল্লাহ সিকদার

খুলনা

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে গত ২৬ শে মার্চ,২০১০ তারিখ বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের মোহতরম আমীর জনাব মুহাম্মদ রাজ্জাক সাহেব এর সভাপতিত্বে বায়তুর রহমান মসজিদে মসীহ্ মাওউদ দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মুহাম্মদ মোল্লা মহিউদ্দিন্ এবং নযম পাঠ করে শুনান জনাব মাহমুদ আহমদ পল্লব। অতঃপর মসীহ মাওউদ (আ.) এর যুগের লক্ষণাবলী ও উহার পূর্ণতা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতা ও কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন জনাব মুহাম্মদ শামসুর রহমান, মোয়াল্লেম মৌ. শাহ আলম খান ও জনাব আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর বাংলাদেশ। সবশেষে সভাপতি সাহেব মোহতরম আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ২৩ শে মার্চ মহান মসীহ মাওউদ (আ.) দিবস হিসেবে পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উপদেশাবলী স্মরণ করিয়ে সে মোতাবেক সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের প্রতি আহবান জানিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে আলোচনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। উক্ত আলোচনায় মোট ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি, এম, মুশফিকুর রহমান

রংপুর

গত ২৬/০৩/২০১০ইং তারিখ বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রংপুরের উদ্যোগে পালিত হয় মসীহ মাওউদ দিবস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ আব্দুল গণি সাহেব। কুরআন ও নযম পাঠের পর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জীবনী নিয়ে পর্যায়ক্রমে মোহাম্মদ আফজাল হোসেন, আব্দুল গণি, হামিদুল্লাহ সিকদার এবং মৌ. জাকির হোসেন আলোচনা করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জেনারেল সেক্রেটারী

তালিমী সভা-তারুয়া

গত ২৭/০৩/১০ইং তারিখ বাদ মাগরিব মৌলবী পাড়া হালকা মসজিদে এক বিশেষ তালিম তরবীয়তি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোহাম্মদ শামসু মিয়া। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। উক্ত সভায় ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব শামসুল হক মোল্লা, জহির আহমদ মিয়াজী, রহিছ মোল্লা, শাকিল আহমদ, মৌ. খলিলুর রহমান। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ, দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

শামসু মিয়া

পুস্তক সেমিনার-খুলনা

গত ১০-০৩-২০১০ইং তারিখ রোজ শনিবার খুলনা মসজিদ প্রাঙ্গনে মজলিস আনসারুল্লাহ্ খুলনা কর্তৃক 'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তকের উপর সেমিনার হয় এবং সেই সাথে ১৫ জন আনসারুল্লাহর উপস্থিতিতে বনভোজন এর আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন যয়ীমে আলা জনাব ওমর আলী। উক্ত সেমিনারে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ নুল্লাহ্ এবং আহাদ পাঠ করেন জেলা নাজেম জনাব আব্দুর রাজ্জাক। উপস্থিত বেশ কয়েকজন আনসারুল্লাহ্ ভাই উল্লেখিত পুস্তকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে দোয়ার মাধ্যমে সেমিনার ও বনভোজন কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ ওমর আলী

পুস্তক সেমিনার-উথলী

গত ০৯/০৪/২০১০ইং রোজ শুক্রবার জনাব আব্দুল গফুর মাষ্টার সাহেবের সভাপতিত্বে উথলী জামা'তে বায়তুস সোবহান মসজিদ প্রঙ্গনে 'আহ্বান' পুস্তক এর ওপর এক আলোচনা সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের শুরুতেই কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব আবুল হায়াত বিশ্বাস। যুগ ইমাম এর গুরুত্ব সম্পর্কে মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর 'তবলীগ হক' পুস্তক থেকে আলোচনা করেন জনাব সরফরাজ আব্দুস সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী 'আহ্বান' পুস্তক হতে খোদার সাহায্য আসার সময় হয়নি কী? এই প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে বক্তৃত করেন জনাব শরীফ উদ্দিন আহমদ এই যুগে ইসলামের হেফাযতের আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করেন মোহাম্মদ তাহির খালিদ রুমী। আলোচিত পুস্তকের ওপর সারগর্ভ আলোচনা করেন মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু স্থানীয় মোয়াল্লেম। বক্তাগণ সকলেই তাদের আলোচনায় বিশ্বব্যাপী তবলিগের আহ্বান জানানোর কাজে সকলকে সম্পৃক্ত হওয়ার অনুরোধ করেন। অত:পর সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মুয়ায্যেম আহমদ সানী

বৃহত্তর সিলেটে ১১তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বৃহত্তর সিলেট জেলায় গত ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১০ রোজ শুক্র ও শনিবার দুই দিন ব্যাপী ১১তম বার্ষিক জেলা ইজতেমা সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। ২৬ মার্চ ২০১০ সকাল ১০.১৫ মিনিটে উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন, প্রতিনিধি সদর মজলিস ও মোতামাদ মজলিস খোদ্দামুল আহামদীয়া বাংলাদেশ। সম্মানিত অথিতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম তারেক আহমদ সবুজ, মোআবিন সদর-৫, আব্দুল করিম, প্রেসিডেন্ট আহামদীয়া মুসলিম জামা'ত পাগুলিয়া, মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন, জোনাল ইনচার্জ বৃহত্তর সিলেট। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। অত:পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহতরম সোহেল আহমদ, জেলা কায়েদ, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বৃহত্তর সিলেট জেলা এবং নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন মৌ. দেওয়ান মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন ও মোহতরম আব্দুল করিম, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত পাগুলিয়া এবং উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব। অত:পর বিভিন্ন বিষয়ে দু'দিন ব্যাপী প্রতিযোগিতা হয়। কুরআন তেলাওয়াত, নযম (বাংলা ও উর্দু), বক্তৃতা লিখিত পরীক্ষা ও মৌখিক পরীক্ষা (ছোট আতফালের), কুইজ, পয়গামে রেসানি, ক্রিকেট, ফুটবল, ইন-আউট, হাড়ি ভাঙ্গা, স্মৃতি শক্তি পরীক্ষা ইত্যাদী প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। ২৭ মার্চ বাদ যোহর সমাপনী ও পরস্কার বিতরনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম এস, এম, ইব্রাহীম, রিজিওনাল কায়েদ ও মুআবিন সদর-৪। উক্ত অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন প্রথম স্থান অধিকারী তিফল জনাব শফিক আহমদ চৌধুরী, নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন সভাপতি সাহেব। অত:পর পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সবশেষে আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ১১তম বার্ষিক জেলা ইজতেমার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দুই দিন ব্যাপি জেলা ইজতেমায় উপস্থিত ছিলেন সর্বমোট ৫১ জন।

সোহেল আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৯-০৩-২০১০ রোজ শুক্রবার মজলিসে আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে মজলিসে আমেলার নব নিযুক্ত কর্মকর্তাদের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। মোহতরম মঈন উদ্দিন আহমদ, যয়ীম আলা সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় নবনিযুক্ত কর্মকর্তাদের নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন যয়ীমে আলা সাহেব এবং প্রত্যেক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব সচেতনতার সাথে কর্তব্য পালনের জন্য আহ্বান জানান। অত:পর নায়েব যয়ীমে আলা, সফে আউয়াল মোহতরম রফি উদ্দিন সাহেব প্রত্যেক কর্মকর্তার নিজ নিজ দপ্তরের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করার জন্য গঠন তন্ত্র মোতাবেক আলোকপাত করেন। পরিশেষে নবনিযুক্ত কর্মকর্তাগণ দাপ্তরিক দায়িত্ব ভার গ্রহণ পূর্বক সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি বুঝে নেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

মঈন উদ্দিন আহমদ

নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের উদ্যোগে দেয়ালিকা 'আল মাশরেক' উন্মোচন

গত ১৯ শে মার্চ নাসেরাতুল আহমদীয়া চট্টগ্রামের নাসেরাত দিবস উপলক্ষে দেয়ালিকা "আল মাশরেক "এর ৫ম সংখ্যা উন্মোচন করা হয়, আদামদুলিল্লাহ। উক্ত দেয়ালিকা আল মাশরেক উন্মোচন করেন চট্টগ্রাম লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট মিসেস রওশন আরা আহমদ। এই দেয়ালিকায় কুরআন, হাদীস, অমৃতবাণী প্রকাশ করা হয় এবং নাসেরাতদের লিখতে আগ্রহী করে তোলার জন্য চট্টগ্রাম জামা'তের আমীর, লাজনা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী নাসেরাত ও আল মাশরেকের সম্পাদিকা নিজ নিজ বাণী প্রদান করেন। এই দেয়ালিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে আহমদীয়া খিলাফতের পরিচয় তুলে ধরা হয়। দেয়ালিকায় নাসেরাতরা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লেখা প্রদানের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করেন। তারা দোয়া, ঈমান বর্ধক ঘটনা, গল্প, রম্যগল্প, ছড়া, স্বরচিত কবিতা, কৌতুক ও জানা অজানা তথ্য লিখে। এই দেয়ালিকায় অংশ গ্রহণ করেন ফাতেমাতুজ জোহরা, ফাহমিদা খাতুন, তুবা আহমদ, ফিযা আহমদ, হেলা আমাতুন নুর, বুশরা মজিদ। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দেয়ালিকায় "আল মাশরেক" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করার তৌফিক দান করুন এবং জামা'তের নাসেরাতদের লেখা-লেখিতে আরও আগ্রহী ও উৎসাহ দান করুন।

তাহেরা মজিদ

তালিমী ক্লাস-সুন্দরবন

গত ৬,৭, ৮ইং তারিখ মার্চ ২০১০ লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের পক্ষ থেকে ৩ দিন ব্যাপী তালিমী ক্লাসের আয়োজন করা হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন-বেগম ফাতেমা আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন। এতে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লাজনা ও নাসেরাতদের ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসের বিষয়গুলো হল–কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, কুরআনের শুদ্ধ উচ্চারণ, নামায ও নামাযের আদব-কায়দা, অর্থসহ নামায, মহানবী (সা.) এর জীবনী, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জীবনী তাছাড়া মানবদেহের বিচিত্র রহস্যময় খবর। উক্ত ক্লাসগুলো পরিচালনা করেন রাশেদা ওয়াদুদ, রেহেনা সিদ্দিকা, ফাতেমা আহমদ, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন। এই ক্লাসের ওপর ভিত্তি করে লাজনাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা নেয়া হয়। ক্লাস শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পরিশেষে সভানেত্রী সাহেবার ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ক্লাসে উপস্থিতি ছিলেন- ১ম ক্লাসে ৫১ জন, ২য় ক্লাসে ৬৪ জন, ৩য় ক্লাসে ৮২ জন।

মেহেদী উৎসব-সুন্দরবন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবনের উদ্যোগে গত ৫/৩/২০১০ ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআর পর মেহেদী উৎসব এর আয়োজন করা হয়। এতে অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যার হাতে মেহেদী পরিয়ে দেন আসমা আহমদ, কানন আরা, মেঘনা পারভিন, রীতা পারভীন, মনিরা, স্বপ্না, রেবেকা পারভীন, রাশিদা ওয়াদুদসহ আরও কয়েকজন। এতে ১১৭ জন লাজনা-নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

মিসেস রেশমা তারিক

মজলিস আনসারুল্লাহ বি.বাড়িয়া রিজিয়নের ১২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

২৬ মার্চ বাদ জুমুআ ৩ টা হতে সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মোহতরম সদর সাহেবের সভাপতিত্বে উপস্থিত কেন্দ্রীয় কায়েদগণ যথাক্রমে মোহতরম নঈম আলম খান, মোহতরম আব্দুল্লাহ্ ইউসুফ মোহাম্মদ, মোহতরম সরোয়ার মোর্শেদ ও মোহতরম শহীদুল ইসলাম বাবুল এবং ৪ জন জেলা নাযেম ও ২২ টি মজলিসের আগত যয়ীম ও প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে ১২তম বার্ষিক সম্মেলন ও কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। কুরআন পাঠের পর মোহতরম সদর সাহেব-এর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রারম্ভে স্বাগতিক ভাষণ প্রদান করেন আলহাজ্জ শেখ মোশারফ হোসেন, রিজিওনাল নাযেম। তারপর কেন্দ্রীয় কায়েদগণ বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরে স্থানীয় মজলিসের ও জেলা মজলিসের রিপোর্ট নেয়া হয়। এতে মজলিসের কাজ করতে কি কি অসুবিধা তা স্থানীয় যয়ীম আলাগণ ও জেলা নাযেমগণ জানান।' অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে। সন্ধ্যা ৬ টা হতে ৮ টা পর্যন্ত মাগরিব ও এশা নামায ও এমটিএ-তে হুযূরের খুতবা দেখা হয়। রাত ৮টা হতে সাড়ে ৯ টা পর্যন্ত সম্মেলনের বাকী কার্যক্রম চলে। কর্মশালায় কেন্দ্রীয় কায়েদগণ ও রিজিওনাল নাযেম মজলিসের বিভিন্ন দিক নিয়ে এবং কিভাবে কাজ করবেন তার ওপর শিক্ষা দেয়া হয়। স্থানীয় যয়ীম মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন কর্মশালায় যোগদান ও এর কল্যাণের ওপর অত্যন্ত জ্ঞানগর্ব বক্তৃতা প্রদান ও দিক নির্দেশনা দেন। রাত সাড়ে ১০ টায় সমাপ্তি অধিবেশনে সদর সাহেব নসিহতমূলক বক্তব্যের মাঝে সকলকে নিষ্ঠার সাথে জামা'তের কাজ করার অনুরোধ জানান। প্রয়োজনে জেলা নাযেম ও রিজিওনাল নাযেমের সহযোগিতা নিতে বলেন, অথবা সরাসরি কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে বলেন, মজলিসের কাজে উন্নতির জন্য জেলা নাযেমদের ও রিজিওনাল নাযেমদেরকে সদর সাহেব বেশী বেশী দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ২২ টি মজলিস হতে আগত মোট ৪৮ জন আর কেন্দ্রীয় ৪ জন, খাদেম ৫ জন, ৪ জন জেলা নাযেমসহ সর্বমোট ৬১ জন উপস্থিত ছিলেন।

যয়ীম আলা

১ম স্থানীয় বার্ষিক তালিম তরবিয়াত কোর্স ও ইজতেমা

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বীরগঞ্জে গত ২৭-০২-১০ইং তারিখ হতে ০৪-০৩-১০ইং তারিখ পর্যন্ত বীরগঞ্জ মসজিদে তালিম তরবীয়ত ক্লাশ ও ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন, অর্থসহ নামায শিক্ষা এবং ইসলামি বিভিন্ন বিষয়ে ক্লাস নেওয়া হয়।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বাৎসরীক শিক্ষাসফর-২০১০

গত ৮/৩/২০১০ ইং তারিখে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের বাৎসরীক শিক্ষা সফরে এবার সিলেটে যান। সিলেটে তারা ৩দিন অবস্থান করে সিলেটের উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করেন। এই সফরে সহকারী প্রিন্সিপাল ১. মওলানা বশিরুর রহমান সাহেব সহ জামেয়া আহমদীয়ার অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ ও সকল ছাত্ররাও ছিলেন।

মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম

কৃতী ছাত্রী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমার ভাতিজি সাজিয়া নওরীন (সাজ) এ বছর সুনামগঞ্জ গার্লস হাইস্কুল হতে অষ্টম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সালাহ উদ্দিন চৌধুরী ও শাহনাজ চৌধুরী লিপার জ্যেষ্ঠ কন্যা এবং রফিকুল ইসলাম চৌধুরী'র নাতনী।

তার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনায় জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়া প্রার্থী

জসিম চৌধুরী

মজলিসে আনসারুল্লাহ নাসেরাবাদের ১২তম স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

১৩-১৪ এপ্রিল ২০১০ ইং রোজ মঙ্গল ও বুধবার মজলিসে আনসারুল্লাহ নাসেরাবাদের স্থানীয় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ তরিখ যোহর ও আসরের নামাযের পর জনাব আব্দুল গফুর মাস্টার সাহেবকে সভাপতি করে উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মজিবর রহমান সাহেব। ইজতেমার কল্যাণ ও আশীষের উপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট ও মোয়াল্লেম সাহেব। ইজতেমার গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম সাহেব। পরে সভাপতি সাহেবের দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য আহাদ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানের কর্মসূচী অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে লিখিত পরীক্ষা ও মৌখীক পরীক্ষা, বালিশ খেলা, হাড়ি ভাঙা, নযম, প্রতিযোগিতা হয়। এরপর রাতের খাবার ও নিদ্রাযাপন। রাত ৪ টায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা হয় এবয় ফজর নামায ও করআনের দরস হয়। সকালে শরীর চর্চা এরপরে কুরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতা হয়। পরে সমাপনী অধিবেশন ও পুরস্কার বিতরণ হয়। অনুষ্ঠান শেষে আহাদ পাঠ ও সমাপনী দোয়ার মধ্যে দিয়ে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যয়ীম আনসারুল্লাহ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে মসীহ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ এর উদ্যোগে গত ১৬-০৪-২০১০ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ মসীহ মাওউদ দিবস সফলতার সহিত উদযাপন করা হয়, (আলহামদুলিল্লাহ)। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম (মায়া) এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মসীহ মাওউদ দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলা তরজমা পাঠ করেন মোহতরমা মমতাজ বেগম। উর্দূ ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন মোহতরমা আয়েশা সিদ্দিকা ও মোহতরমা খাওলাদীন উপমা। অতঃপর বক্তৃতা পর্বে (১) মোহতরমা ফারহানা চৌধুরী (হযরত ইমাম মাহদী আ. এর সত্যতার নিদর্শন এবং আহমদীয়া জামা'ত) (২) মোহতরমা হামিদা খায়ের (২৩শে মার্চের তাৎপর্য) (৩) মোহতরমা রেজওয়ানা আহমদ শম্পা (আসমানী নিদর্শনের আলোকে হযরত মসীহ মাওউদ আ. এর সত্যতার প্রমান) (৪) মোহতরমা ফারহানা আক্তার (কৃতকার্য হওয়াই মসীহ মাওউদ আ. এর সত্যতার প্রধান লক্ষণ)। অতঃপর সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মসীহ মাওউদ দিবস এর সমাপ্তি করা হয়। উক্ত অনুষ। অনুষ্ঠানে ৩২ জন লাজনা, ২৪ জন নাসেরাত বোন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে বিশেষ আপ্যায়ণের মাধ্যমে আপ্যায়িত করা হয়।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগরে নাসেরাত দিবস উদযাপন

গত ২৮-০৩২০১০ ইং রোজ রবিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নাসেরাতুল আহমদীয়া আহমদনগরের উদ্যোগে দিন ব্যাপী নাসেরাত দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে (আলাহামদুলিল্লাহ) উক্ত অনুষ্ঠান কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া এবং নযম পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন মোহতরমা বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগর। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন নাজিয়া সুলতানা। নযম পাঠ করেন ফারজানা শাওন। এর পর নাসেরাতদের উদ্দেশ্যে নসীহত মুলক বক্তব্য রাখেন মোহতরমা বিলকিস তাহের প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ আহমদনগর, মিসেস নাসিমা বশির, মিসেস আফরোজা মতিন, মিসেস নাফিয়া শারমিন ও নাসেরাত সেক্রেটারী আতিয়ারা রহমান। এর পর গ্রুপ অনুযায়ী নাসেরাতদের কুরআন তেলাওয়াত , বক্তৃতা, খেলা ধুলা ও কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৭ জন লাজনা ও ৫০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরনী ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

মিলা পাটোয়ারী

শোক সংবাদ

গত ১২ এপ্রিল ২০১০ইং রোজ সোমবার বেলা ১২.৪৩ মিনিটে বরিশাল জামা'তের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম আবদুল লতিফ সাহেবের স্ত্রী মোহতারমা রওশন আরা বেগম তার ছেলে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডাঃ ফরিদ আহমদ সাহেবের বরিশালস্থ বাস ভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৭ বছর। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ কোলন ক্যান্সারে ভুগছিলেন । মরহুমা অত্যন্ত নেক, পরহেজগার নামাজ ও দোয়া গুজার ছিলেন। জীবনে স্বল্পতুষ্ট পরোপকারী ও নরম হৃদয়ের অধিকারী বলে আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিদের মাঝে তাঁর বিশেষ সুখ্যাতি ছিলো। তিনি ২ ছেলে ৫ মেয়ে নাতি-নাতনী সহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। জামা'তের সকল বন্ধুদের কাছে মরহুমার আত্মার মাগফেরাত ও দোয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

দোয়াপ্রার্থী
ডাঃ ফরিদ আহমেদ

লাজনা ইমাইল্লাহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে মসীহ মাওউদ দিবস পালন

গত ১১ ই এপ্রিল ২০১০ তারিখে লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্যোগে মহান মসীহ মাওউদ দিবস পালনের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লার প্রেসিডেন্ট মোহতরমা শামীমা আক্তার লিলির সভাপতিত্বে বিকাল ৪ঘটিকায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন জান্নাতুল ফেরদৌস মৌ। এর পর হাদিস থেকে পাঠ করে শুনান জনাবা ফরিদা ইসলাম। বাংলা নযম গেয়ে শুনান রাত্রি। ইমাম মাহদী (আ.)-এর অমৃত বাণী পাঠ করেন মাহমুদা সুলতানা করিম। ইমাম মাহদী (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করেন জনাবা জুবেদা বেগম। উর্দু নযম গেয়ে শুনান ছোগড়া বেগম টুনি। সাদাকাতে মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর বক্তব্য রাখেন জনাবা জাকিয়া জায়েদ। জান্নাতুল ফেরদৌস ও তার দল মিলে একটি আরবী ক্বাসীদা গেয়ে শুনান। এর পর পর্যায়ক্রমে শিরিন খানম, মর্জিনা বেগম ও রহিমা বেগম এর প্রবন্ধ পাঠের পর লাজনা প্রেসিডেন্ট শামীমা আক্তার লিলি সমাপ্তী ভাষণ দেন এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট সাহেবা হোসনে আরা বেগমের দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। অনুষ্ঠানে ৫৮ জন লাজনা ও ২৮ জন নাসেরাত উ উপস্থিত ছিলেন।

শাহানারা বেগম

শুভ বিবাহ

গত ২৫/০৯/২০০৯ইং তারিখ মোছাঃ রহিমা খাতুন, পিতা-মোহাম্মদ জিয়াদ আলী সরদার, মোহাম্মদ নগর, বটিয়াঘাটা, খুলনা-এর সাথে মোহাম্মদ রবিউল করিম সুমন, পিতা-মোহাম্মদ ওমর আলী, মোহাম্মদ নগর, বটিয়াঘাটা, খুলনা-এর বিবাহ ৩৫,০০১/- (পয়ত্রিশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৩০/১০

গত ১২/০৩/২০১০ইং তারিখ মোছা ঃ মাসুদা আখতার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল গনি, ২২২/১ তন্দ্রাবিলাস, রোড নং-৮, দক্ষিন মুলাটোলা, ব্যাংক কলোনী, রংপুর-এর সাথে মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম, পিতা-মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, ৫৪/১ আর,সি,আর সি রোড, হসপিটালমোড়, কোর্টপাড়া, কুষ্টিয়া-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/-(পাঁচ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৩১/১০

গত ০২/০৪/২০১০ইং তারিখ মোছাঃ হালীমা বেগম শীলা, পিতা-মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মুন্সি, দক্ষিন আহমদী পাড়া, বি,বাড়ীয়ার সাথে রিয়াদ আহমদ হীরা, পিতা-মৃত মোহাম্মদ জহোর মিয়া-এর বিবাহ ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ টাকা) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৩৩/১০

লাজনা ইমাইল্লাহ চট্টগ্রাম

গত ২৬/০৩/২০১০ইং শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ চট্টগ্রামের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মিসেস সাফিয়া নুসরাত। কুরআন তেলাওয়াত করেন মিসেস মামদুদা খালিদ। এরপর হাদীস পাঠ করেন সানজিদা শারমিন। নযম পেশ করেন নজহাত আহমদ। সিরাতুন্নবী কি এই সম্পর্কে আলোচনা করেন মিসেস নাইমা বুশরা, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দোয়া সম্পর্কে আলোকপাত করেন মিসেস কুদসিয়া নাজিম উদ্দিন, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) অতীব মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন-এই সম্পর্কে আলোচনা করেন সুমি আক্তার, আঁ হযরত (সা.) এর বিশ্ব জননীতা'র আলোকে বক্তব্য রাখেন উজমী কমল। এই মহতী অনুষ্ঠানে ৯০ জন লাজনা ও নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রোকসানা বেগম

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সের ৫ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। আগামী ১০ জুন ২০১০ এর মধ্যে দরখাস্ত বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ২৩, ২৪ ও ২৫ শে জুন ২০১০ তারিখে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ।

যোগ্যতা:

১। এস. এস. সি/এইচ. এস. সি পাশ উত্তীর্ণ পরীক্ষায় গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২। এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে।

৩। ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪। সর্বোচ্চ বয়ষ সীমা এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর, তবে বিশেষ যোগ্যতা থাকলে শিথিল যোগ্য।

৫। ওয়াকফে নও যোগ্যতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬। কুরআন শুদ্ধ পড়া জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারন জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭। জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮। ভাল আহ্‌মদী, তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯। আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০। বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১। ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২। আবেদন পত্রে নিম্ন লিখিত তথ্যাবলি অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা-সকল সনদপত্রের ও নম্বর পত্রের সত্যায়নকৃত ফটো কপি (চ) স্ব হস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্টের সুপারীশ পত্র থাকতে হবে (জ) জামাতি/ মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/ নাযেম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামা'তের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আবেদনকারী সম্পর্কে ভালো ভাবে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুজুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে তবে তা উল্লেখ করতে হবে।

বি:দ্রঃ প্রত্যেক স্থানীয় জামা'তে জুমআর নামাযে জামেয়ায় ভর্তি সম্পর্কিত এই বিজ্ঞপ্তিটি এলান করতে এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের জন্য অনুরোধ করছি।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
বাংলাদেশ।

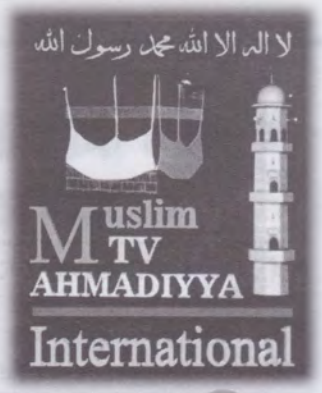

لا اله الا الله محمد رسول الله

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	মে ২০১০ এর সম্ভাব্য অনুষ্ঠানসূচী
১ মে, ২০১০	* সত্যের সন্ধানে (৪র্থ পর্বের ৩য় দিন)
২ মে, ২০১০	* সত্যের সন্ধানে (৪র্থ পর্বের ৪র্থ দিন)
৩ মে,২০১০	* খিলাফত দিবসের তাৎপর্য ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ এবং খিলাফতের গুরুত্বঃ মৌলভী মুহাম্মদ মুতিউর রহমান
৪ মে,২০১০	* খিলাফতের তাৎপর্যঃ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ও মাওলানা সালেহ আহমদ * হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের কিছু ঘটনাবলীঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
৫ মে,২০১০	* খলিফাগণের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাঃ জাফর আহমদ, আহমদ তবশির চৌধুরী ও মাহবুব হোসেন * আখারীনদের মাঝে খিলাফতঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
৮ মে,২০১০	* খিলাফতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নযমঃ মামুনুর রশিদ * ৫ম খলিফার (আই.)-এর দিক নির্দেশনাবলীঃ মাওলানা সালেহ আহমদ
১০ মে,২০১০	* পাকিস্তানে খিলাফত শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানঃ মাওলানা ইকরামুল ইসলাম ও মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন * হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর জীবনীঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
১১ মে,২০১০	* খলিফাগণের সত্য স্বপ্ন ও দিব্যদর্শনঃ মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন * হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর জীবনীঃ মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
১২ মে,২০১০	* আহমদীয়া খিলাফতের নিষ্ফল বিরুদ্ধাচরণঃ মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ *হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর জীবনীঃ মাওলানা শেখ মুস্তাফিজুর রহমান
১৫ মে,২০১০	* খলিফাগণের সাথে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতাঃ অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী * হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রা.)-এর জীবনাদর্শঃ মাওলানা জহির উদ্দিন আহমদ
১৭ মে,২০১০	* খলিফাগণের সত্য স্বপ্ন ও দিব্য দর্শনঃ মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন * হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রা.)-এর জীবনীঃ মাওলানা ইকরামুল ইসলাম
১৮ মে,২০১০	* খলিফাগণের সাক্ষাত লাভের অভিজ্ঞতাঃ আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, হামিদুর রহমান ও শহিদুল ইসলাম বাবুল * নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থা ও নেযামে ওসিয়্যতঃ মাহমুদুল হাসান সিরাজী
১৯ মে,২০১০	* হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ (পর্ব-১)ঃ আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী * পুস্তক আলোচনা- হযরত নুরুদ্দীন (রা.)ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ পরিবেশিত
২২ মে,২০১০	* ধর্মীয় জিজ্ঞাসা (পর্ব-২)ঃ মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন-এর সাথে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর ছাত্রবৃন্দ * খিলাফতের কল্যাণ- বক্তৃতা, ক্রোড়া জলসাঃ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
২৪ মে,২০১০	* পুস্তক আলোচনা- হযরত নুরুদ্দীন (রা.)ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ পরিবেশিত * শুভেচ্ছা বক্তব্য- কৃষ্ণনগর জলসাঃ আলী আহমদ মাস্টার এবং দেশাত্মবোধক গান
২৫ মে,২০১০	* ধর্মীয় জিজ্ঞাসা (পর্ব-৩)ঃ মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন-এর সাথে জামেয়া বাংলাদেশ এর ছাত্রবৃন্দ * পুস্তক আলোচনা- কিশতিয়ে নূহঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
২৬ মে,২০১০	* খিলাফত শতবার্ষিকীর বিশেষ অনুষ্ঠানমালা: খিলাফতের তাৎপর্যঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, আতফাল ও নাসেরাতের অনুষ্ঠান, কবিতা- পরিবেশনায়ঃ লাজনা ইমাইল্লাহ, ঢাকা, ন্যাশন্যাল আমীর সাহেবের সাক্ষাৎকার (পূনঃপ্রচার), খিলাফতের পুঁথিপাঠঃ সিবগাতুর রহমান মুকুল
২৭ মে,২০১০	* খলিফাগণের সাক্ষাত লাভের অভিজ্ঞতাঃ আকরাম আহমদ খান চৌধুরী, হামিদুর রহমান ও শহিদুল ইসলাম বাবুল * নয়া বিশ্ব-ব্যবস্থা ও নেযামে ওসিয়্যতঃ মাহমুদুল হাসান সিরাজী
৩১ মে,২০১০	* হযরত খলিফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.)-এর জীবনীঃ মাওলানা ইকরামুল ইসলাম এবং কুইজ প্রতিযোগিতা (১ম পর্ব)ঃ জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

বিঃদ্রঃ প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় এমটিএ কতৃপক্ষ অনুষ্ঠানের পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

আহমদ তবশির চৌধুরী
ইনচার্জ
এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

আবারও উগ্র মৌলবাদীদের তৎপরতা
লাশ দাফনে বাধা

গত ২৬ এপ্রিল ২০১০ দেশের প্রায় সবকটি জাতীয় পত্রিকায় 'আহমদীয়া সম্প্রদায়ের নারীর লাশ দাফনে বাধা' সংবাদটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকায় সংবাদটি পাঠ করে খুবই অবাক লাগল মুসলমান দাবীকরা সত্ত্বেও কিভাবে এমন একটি অনৈসলামিক কাজ করল?

যায়যায়দিন — ২৬ এপ্রিল ২০১০ সোমবার

নাখালপাড়ায় পুলিশ পাহারায় কাদিয়ানি বৃদ্ধার লাশ দাফন

মানবজমিন — সোমবার, ২৬শে এপ্রিল, ২০১০

লাশ দাফনে ফতোয়ার বাধা

স্টাফ রিপোর্টার: রাজধানীর তেজগাঁও নাখালপাড়া এলাকায় আহমদিয়া জামাতের (কাদিয়ানি) মতাবলম্বী এক বৃদ্ধার মৃত্যুর পর তার লাশ দাফন নিয়ে বাধা দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল সকালে স্থানীয় রহিম মেটাল কবরস্থানে কবর খোঁড়ার পর দাফনে পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

লাশ দাফনে ফতোয়ার বাধা

সংবাদ — ঢাকা : শুক্রবার ১৭ বৈশাখ ১৪১৭ / Dhaka : Friday 30 April 2010 — সম্পাদকীয়

আহমদিয়া বলে দাফনে বাধা!

পূর্ব নাখালপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধা আকিমুন্নেছা গত শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেন। আসলে মৃত্যুতো বরণ করেননি। নির্মীয়মান ৬ তলা বাড়ি থেকে ইট খসে তার মাথার ওপর পড়লে নিহত হন আকিমুন্নেছা (৬২)। কিন্তু মৃত্যুতেও তার ভোগান্তির শেষ হয়নি। আকিমুন্নেছার জীবন কেড়ে নিয়েছে একটি ইট। তার পরিবার-পরিজন হারিয়েছে তাকে। কিন্তু মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো তাদের জন্য আরও ভোগান্তি অপেক্ষা করছিল।

দুর্ঘটনায় নিহত বৃদ্ধা আকিমুন্নেছাকে তেজগাঁও শিল্প এলাকার একটি মসজিদে দাফন করতে নিয়ে গেলে ওই মসজিদের মুসল্লিরা তার দাফন কাজে বাধা দেন। তারা বলেন, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কোন লোককে সেখানে দাফন করা যাবে না।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা যাচ্ছে, তেজগাঁওয়ের রহিম মেটাল জামে মসজিদের মুসল্লিরা আহমদিয়া বলে আকিমুন্নেছাকে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্তানে দাফনে তীব্র আপত্তি জানান।

নিহত আকিমুন্নেছার ভাই রফিক আহমেদ জানান, তারা আকিমুন্নেছাকে সেখানে দাফনের জন্য নিয়ে যান। ওই গোরস্তানে তাদের নানা-দাদির কবর রয়েছে।

কিন্তু মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে দাফন কাজে বাধা দেয়া হয়। তারা দাবি করেন, আহমদিয়ারা মুসলিম নয়। কোন অমুসলিমকে এই গোরস্তানে দাফন করা যাবে না। তাদের তীব্র আপত্তির কারণে আকিমুন্নেছার লাশ সেখানে দাফন করা যায়নি। পরে মহাখালী বাস টার্মিনালের কাছে একটি গোরস্তানে তাকে দাফন করা হয়।

আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীসহ নানা ধর্ম ব্যবসায়ী দল বা সংগঠনের লোকরা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিচ্ছে। সংবাদপত্রে এ সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন সময়ে পড়েছি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদিয়া মসজিদে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েক বছর ধরেই আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। আহমদিয়া মসজিদে হামলা যেমন অন্যায়, আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা করাও তেমনি অনুচিত। তার চেয়েও ঘোরতর অনুচিত কাজ হয়েছে আকিমুন্নেছাকে রহিম মেটাল জামে মসজিদ সংলগ্ন গোরস্তানে দাফন করতে না দেয়া।

মৃত্যুর পর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করেছে ধর্মান্ধ কিছু লোকজন, যারা তেজগাঁওয়ের রহিম মেটাল জামে মসজিদ কমিটির সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা চাইব এমন অন্যায় যেন আর না ঘটে। আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর অন্যায় জুলুমের এটি একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর সব ধরনের অন্যায়-জুলুম বন্ধ করতে হবে। এবং কাজটি করতে হবে সরকারকে। বরাবরই দেখা যায় আহমদিয়া প্রশ্নে সরকার নানাভাবে ধর্মান্ধ, ধর্ম ব্যবসায় মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন না কোনভাবে আপস করে। আমরা সরকারের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে। যারাই ধর্ম নিয়ে এ ধরনের মৌলবাদী তৎপরতা করার চেষ্টা করবে সরকারকে তাদের কঠোর হাতে দমন করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারকে জনমতও গড়ে তুলতে হবে, যেন ধর্মান্ধ শক্তি দেশের মধ্যে আহমদিয়া বিরোধিতার নামে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে না পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক — MONDAY 26 APRIL 2010

নাখালপাড়ায় কাদিয়ানীর লাশ দাফনে বাধা

পুলিশ পাহারায় দাফন

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

নাখালপাড়ায় এক কাদিয়ানীর

সমকাল — সোমবার ১৩ বৈশাখ ১৪১৭ ২৬ এপ্রিল ২০১০

পুলিশ পাহারায় লাশ দাফন

কালের কণ্ঠ — ২৬ এপ্রিল ২০১০, সোমবার

বৃদ্ধার লাশ দাফন হলো পুলিশ পাহারায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

প্রথম আলো — সোমবার, ২৬ এপ্রিল ২০১০

আহমদিয়া নারীর লাশ দাফনে চার ঘণ্টা দেরি হলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

যুগান্তর (THE DAILY JUGANTOR) — সোমবার ২৬ এপ্রিল ২০১০

লাশ দাফন নিয়ে উত্তেজনা

যুগান্তর রিপোর্ট

উত্তেজনা : নাখালপাড়ায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সংবাদ — সোমবার ১৩ বৈশাখ ১৪১৭ / Dhaka, Monday 26 April 2010

কাদিয়ানী মতাবলম্বী হওয়ায় বৃদ্ধার দাফনে বাধা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাধা : দাফন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

www.ahmadiyyabangla.org

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু

পড়ুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা

শুনুন

ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)

দেখুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা (আসবে)
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান (আসবে)
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) (আসবে)
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ (আসবে)
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান (আসবে)

আপনাদের দোয়া ও মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

তুমি তখনই আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবে,
যখন তুমি তার বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবে
-আল হাদীস

গাজী গুণে মানে সেরা
পানির পাম্প ব্যবহার করুন

ডিলার- জনতা সেনেটারী
হাজী পাড়া, রামপুরা, ঢাকা

COMPLETE VIEW OF
ADVANCED INDOOR
OUTDOOR SIGNAGE
& POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A,Chittagong.
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 72 ■ 20th Issue
Fortnightly
The AHMADI
30 April, 2010 ■ Tk. 15.00
Regd. No. D. A-12

ধানসিড়ি রে স্তো রা
ধানসিড়ির রান্না- আপনার ঘরের রান্না

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা
তৃতীয় শাখা
এখন গুলশান ওয়ান্ডারল্যান্ডে

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ নীচতলা	ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ ওয়ান্ডারল্যান্ড	ধানসিড়ি খাবার
রোড ৪৫ প্লট ৩২/১, গুলশান ২, ঢাকা ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৯১১ ৭৬৪৩৩৯, ০১৯১৯ ২৭১২৮৬ ০১৭১৪ ২১৬৯১৫	পিংক সিটি মার্কেটের দক্ষিণ পাশে রোড ১০৩, গুলশান ২, ঢাকা ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩ ০১৭১৪ ২১৬৯১৫, ০১৯১১ ৭৬৪৩৩৯ ০১৯১৯ ২৭১২৮৬	ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে) ঢাকা ফোন: ৯১৩৬৭২২ ০১৮১৯ ০৯৯০৩৫, ০১৭২৬ ৭৩৯৪৯৩

এছাড়া আমাদের অন্য কোথাও কোন শাখা নেই

ধানসিড়ি রেস্তোরা ১ এর রান্না আপনার ঘরের রান্না
মান ও পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা ১

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H - 79, Block # H / 11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Mahbub Hossain at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com